POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

(মায়েদা: ৯১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 40

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 3 Oct, 2024 29 রবিউল আওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যতটা প্রয়োজন আনুগত্যের, ততটা প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা অনুশীলনের নেই। তবে শর্ত হল সত্যিকার আনুগত্য হতে হবে আর এটা একটা কঠিন বিষয়। মুসলমানেরা যে তরবারি ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল সেটা নিতান্তই আত্মরক্ষার তাগিদে। অন্যথায় তাঁরা যদি তরবারি ধারণ না-ও করতেন, তথাপি নিশ্চয় তাঁরা নিজেদের মুখের কথা দিয়েই বিশ্ব জয় করতেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

সত্য অন্তঃকরণে করা আনুগত্য হৃদয়ে এক প্রকার জ্যোতি এবং আত্মার মধ্যে এক প্রকার আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্য এনে দেয়। যতটা প্রয়োজন আনুগত্যের, ততটা প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা অনুশীলনের নেই। তবে শর্ত হল সত্যিকার আনুগত্য হতে হবে আর এটা একটা কঠিন বিষয়। আনুগত্য করার সময় নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে হত্যা করা জরুরী হয়ে থাকে। এটি ছাড়া আনুগত্য অসম্ভব। আর প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই বড় বড় একেশ্বরবাদীর হৃদয়েও মূর্তির রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। সাহাবা রিজওয়ানুল্লাহি আনহুম আজমাঈন-এর প্রতি কিরূপ কৃপা ছিল, তারা কিভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছিলেন! একথা সত্য যে, কোন জাতি একক জাতি সত্তায় পরিণত হতে পারে না এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও একত্ববোধের চেতনা সঞ্চারিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে। যদি তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও অসংহতি দেখা দেয়, তবে বুঝে নিও সেটা পশ্চাদপতা ও অধঃপতনের লক্ষণ। মুসলমানদের শক্তিক্ষয় ও অধঃপতনের অন্যান্য বিভিন্ন কারণের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বও এর অন্যতম প্রধান কারণ। তাই যদি মতানৈক্য বর্জন করে একক নেতৃত্বের আনুগত্য করা হয়, যার আনুগত্যের আদেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, তবে যে কাজ করতে চায় তা সম্পাদন করা সম্ভব হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের হাত জামাতের উপর থাকে। এর মধ্যেই তো এই রহস্য নিহিত। আল্লাহ্ তা'ল একত্ববাদ ভালবাসেন। আর এই একত্ব ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ আনুগত্য করা না হয়। আল্লাহ্‌র পয়গম্বর (সা.) এর যুগে অনেক বিচক্ষণ ও বিদ্বান সাহাবা ছিলেন, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামত প্রদানের ক্ষমতা ছিল। কেননা, খোদা তা'লা তাঁদেরকে সেইভাবেই তৈরী করেছিলেন। তাঁরা প্রশাসনিক নীতি ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। কেননা, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ও অন্যান্য সম্মানীয় সাহাবাগণ যখন খলীফার আসনে আসীন হলেন এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতার নেতৃত্ব এল, তখন তারা যে দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেছেন, তা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, তাদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা এবং বিচারক্ষমতা ছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) যখনই কোন কিছুর নির্দেশনা প্রদান করেছেন,তারা নিজেদের সকল বুদ্ধিমত্তা ও মতামতকে তাঁর সেই নির্দেশের সামনে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং যা কিছু খোদার পয়গম্বর আদেশ করেছেন সেটিকেই শিরোধার্য করেছেন। তাঁরা আঁ হযরত (সা.) এর আনুগত্যে নিজেদেরকে এমনভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন যে, আঁ হযরত (সা.)-এর ওজুর অবশিষ্ট পানির মধ্যে আশিস অন্বেষণ করতেন, তাঁরা তাঁর পবিত্র লালাকে আশিসময় মনে করতেন। যদি তাঁদের মধ্যে এই আনুগত্য ও সমর্পণ না থাকত, প্রত্যেকে নিজের নিজের মতকে প্রাধান্য দিত এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত, তবে তারা এমন উচ্চ মর্যাদা কখনই লাভ করতেন না। আমার মতে, শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য এই একটি দলিলই যথেষ্ট যে, সাহাবাগণের পরস্পরের মধ্যে কোন মতানৈক্য ও বৈরিতা ছিল না। কেননা তাঁদের উন্নতি ও সফলতা একথা প্রমাণ করছে যে, তাঁরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোন প্রকারের বৈরিভাব ছিল না। নির্বোধ বিরুদ্ধবাদীরা বলে, ইসলাম অস্ত্রের বলে প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু আমি বলছি, একথা সঠিক নয়। আসল কথা হল তাঁদের হৃদয়ের ধমনীগুলি আনুগত্যের পানিতে পরিপূর্ণ ছিল, যা প্রবল বেগে প্রবাহিত হত। এটা ছিল সেই আনুগত্য ও ঐক্যের পরিণাম যা অন্যদের হৃদয়কে জয় করেছিল। আমার বিশ্বাস, মুসলমানেরা যে তরবারি ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল সেটা নিতান্তই আত্মরক্ষার তাগিদে। অন্যথায় তাঁরা যদি তরবারি ধারণ না-ও করতেন, তথাপি নিশ্চয় তাঁরা নিজেদের মুখের কথা দিয়েই বিশ্ব জয় করতেন।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লা যাকে অযাচিতভাবে দান করেন।

১৪৬৯) হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ভাতা দিলে আমি বলতাম: 'আপনি তাদেরকে দিন, যাদের আমার থেকে বেশি প্রয়োজন।' তিনি (সা.) বলতেন,'এই সম্পদ থেকে যখন তোমার কাছে কিছু আসে, তখন তা নিয়ে নাও। এমতাবস্থায় যখন তুমি তা পাওয়ার বাসনা রাখ না কিম্বা এর থেকে যাচনা কর না। আর না পেলে তার জন্য লালায়িত হয়ো না।

যাচনা করাকে ভর্ৎসনা এবং এর আযাব

১৪৭৪) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন-'মানুষ লোকের কাছে যাচনা করে বেড়ায়, এমনকি কিয়ামত দিবসে সে এমন অবস্থায় আসবে যখন তার মুখমণ্ডলে মাংসের একটি টুকরোও থাকবে না।'

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি রজ্জু নিয়ে সকালে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করে নিজের অন্ন সংস্থান করে এবং সদকাও করে। তার জন্য লোকের কাছে চাওয়ার থেকে এই কাজটি উত্তম।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৩ শে আগস্ট ২০২৪

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মদিনার মুনাফিকদের দুর্বৃত্তি এবং তাদের পক্ষ থেকে আঁ হযরত (সা.) ও মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে তাদের জন্য কঠোর সতর্কতা দিয়ে রেখেছেন এবং তাদেরকে অবাধ্য আখ্যায়িত করে জাহান্নামী বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে যেহেতু তাদের জন্য ইসতেগফার করা বা না করার এক্তিয়ার দিয়েছিলেন (সূরা তওবা:৭৪-৮০)এই কারণে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের মৃত্যুর পর আঁ হযরত (সা.) সেই এক্তিয়ারের ভিত্তিতে তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন আর তার জন্য ইসতেগফার করেছিলেন। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (সা.)কে সেই সব মুনাফিকদের জানাযা এবং তাদের জন্য দোয়া না করার আদেশ প্রদান করেন। (সূরা তওবা:৮৪)

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী দিতে চায় তার কুরবানী দেওয়া পর্যন্ত নিজের চুল ও নখ কাটা উচিত নয়'। (সহীহ্ মুসলিম)

একজন নবী যখন তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করেন তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করলে কিংবা কারও হাতে শহীদ হয়ে গেলে, এতে সমস্যার কিছু নেই। কেননা, সাফল্য লাভের পর মৃত্যুবরণে কেউ বিস্মিত হয় না এবং শত্রুও আনন্দিত হয় না।

তালাক কিংবা খোলা'র জন্য উভয় পক্ষের একমত হওয়া কিংবা এর জন্য সাক্ষীদের উপস্থিতি আবশ্যক নয়। তবে, নিকাহ্র অনুষ্ঠানের জন্য উভয়টি অপরিহার্য। এর কারণ হল, নিকাহ্ মুলত উভয় পক্ষের মাঝে একটি চুক্তি। যে কারণে উভয় পক্ষ এবং কনের ওলীর সম্মতি এবং সাক্ষীদের উপস্থিতি আবশ্যক। এছাড়া এই চুক্তির ঘোষণা দেওয়ারও নির্দেশ রয়েছে।

ইসলাম নিকাহ্র চুক্তি বাতিল করার অধিকার উভয় পক্ষকে দিয়েছে, যাকে (ইসলামী) পরিভাষায় 'খোলা' অথবা 'তালাক' বলা হয়। (একজন) নারী যেভাবে নিজের নিকাহ্ নিজে নিজে করতে পারে না বরং নিজের ওলীর মধ্যস্থতায় করে, ঠিক একইভাবে খোলা নেওয়ার অধিকারও সে কাযা কিংবা সমকালীন শাসকের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারে যাতে খোলা নেওয়ার ক্ষেত্রে তার অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

রাগের মাথায় তালাক প্রদানের যতটুকু সম্পর্ক এক্ষেত্রে (মনে রাখতে হবে) কেউ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন সে তার স্ত্রীর কোন অসহ্য এবং অন্যায় কাজে অসন্তুষ্ট হয়েই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কোন মানুষ তাকে তালাক দেয় না। কাজেই, এমন রাগের বশে প্রদত্ত তালাকও কার্যকর হবে।

ঋতুমতী অবস্থায় প্রদত্ত তালাক সম্পর্কে হাদীসের গ্রন্থাবলিতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর এই বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে যে, 'তার পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তার ঋতুস্রাবের সময় প্রদত্ত তালাককে, এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।'

বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও মৌলিক বিষয়ের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে করা প্রশ্নের হুযুর আনোয়ার (আই.)-প্রদত্ত উত্তর

(পূর্ববর্তী সংখ্যার পর....)

ক্ষমাপ্রার্থানার মাধ্যমে মানুষ নিজ শিকড়কে খোদা তা'লর প্রেমে প্রোথিত করে এবং এরপর বাক্যে ও কার্যে তওবার মাধ্যমে খোদার দিকে অবনত হয়ে বিনয় ও নম্রতার নির্ঝর দিয়ে আপন প্রভুর করুণাবারি আকর্ষণ করে এবং উক্ত পানির দ্বারা পাপের শুষ্কতা ধুয়ে ফেলে এবং দুর্বলতা দূর করে।

ইসতেগফরা বা ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা ঈমানের মূল দৃঢ় হয়। কুরআন শরীফে এটা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক হল, নিজ হৃদয়কে খোদার প্রেমে শক্তিশালী করে পাপের প্রকাশকে বাধা দেওয়া, যা বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এবং খোদার মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া। এটাই নৈকট্যপ্রাপ্তগণের ইসতেগফার। তাঁরা এক নিমেষও খোদা তা'লা থেকে পৃথক হওয়াকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য তারা ইসতেগফার করেন, যেমন খোদা তা'লা তাঁদেরকে স্বীয় প্রেমে ধারণ করে রাখেন। দ্বিতীয় প্রকার ইসতেগফার হল,পাপ থেকে বের হয়ে খোদাতা'লার দিকে ধাবিত হওয়া এবং বৃক্ষ যেমন মাটিতে লেগে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র পরিপুষ্টি লাভ করে পাপের শুষ্কতা এবং অধঃপতন থেকে রক্ষা পায়। এই দুই প্রকারের অবস্থার নাম 'ইসতেগফার' রাখা হয়েছে। ইসতেগফার 'গাফারা' শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ ঢেকে দেওয়া এবং পুঁতে দেওয়া। এমতে ইসতেগফারের উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার প্রেমে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছে,আল্লাহ তা'লা যেন তার পাপ গোপন করে দেন এবং মানবীয় দুর্বলতার মূল যাতে অনাবৃত হতে না দেন। অধিকন্তু ঐশী চাদরে আচ্ছাদিত করে তাকে স্বীয় পবিত্রতার আশিস দেন,অথবাকোন শিকড় পাপের দ্বারা নগ্ন হলে সেটাকে ঢেকে দেন এবং নগ্নতার অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন।

(খৃষ্টান সীরাজুদ্দীন এর চারটি প্রশ্নে উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭)

হুযুর (আ.) আরও বলেন- খোদার নবী ও রসুলদের মাঝে যে এক আকর্ষণ শক্তি থাকে তার দ্বারা হাজার হাজার মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁদেরকে ভালবাসে। এমনকি তারা নিজেদের জীবনও তাঁদের প্রতি উৎসর্গিত করে দিতে চায়। এর কারণ একটাই, তাদের হৃদয়ে থাকে মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও হিতৈষা। এমনকি তারা মানুষকে একজন মমতাময়ী মায়ের চাইতেও বেশি ভালবাসেন এবং নিজেকে দুঃখ ও যন্ত্রণায় নিপতিত করেও তাদের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দের কামনা করে। তাদের সত্যিকার আকর্ষণ পুণ্যাত্মাদেরকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। মানুষ যখন অদৃশ্য-পরিজ্ঞাত না হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের সম্পর্কে গোপন ভালবাসার সংবাদ পেয়ে যায়, তবে অদৃশ্য-পরিজ্ঞাত খোদা কারো নির্ভেজাল ভালবাসা সম্পর্কে কিভাবে উদাসীন থাকতে পারেন? ভালবাসা এক বিচিত্র বিষয়, যার আগুন পাপের আগুনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সত্যিকার, ব্যক্তিগত এবং পরিপূর্ণ ভালবাসার সঙ্গে আযাব একত্রিত হতেই পারেনা। সত্যিকার ভালবাসা বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে একটি তার প্রকৃতিতে মজ্জাগত থাকে,সেটা হল, প্রেমাস্পদের বিরহ সম্পর্কে সর্বদা সে ভীত থাকে এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ দোষত্রুটিতে নিজের ধ্বংসের কারণ দেখে এবং নিজ প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টিকে নিজের জন্য বিষ বলে মনে করে এবং প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যকুল হয়ে থাকে। বিরহ বেদনা তার কাছে মৃত্যসম দুঃসহ ঠেকে। এই কারণে তারা সাধারণ মানুষের ন্যায় হত্যা, চুরি, ব্যাভিচার,

এরপর ৮ পাতায়...

জুমআর খুতবা

প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত, সেই সময় তাঁর বয়আতের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হবে যখন নিজের তাকওয়ার মান উন্নত করবে।

আলহামদুলিল্লাহ আজ জার্মানীর সালানা জলসা শুরু হচ্ছে.....আল্লাহ্ তা'লা জলসা এবং সমস্ত ব্যবস্থাপনা সকল দিক থেকে বরকতমণ্ডিত করুন এবং লোকজনকে সমস্ত অনু ষ্ঠান থেকে পূর্ণরূপে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন।

কর্মীরা এই চেতনার সাথে কাজ করুন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর আমন্ত্রিত অতিথিদের সেবা করতে হবে। আর পরিস্থিতি যাইহোক না কেন, আমরা নিজেদের আচরণ ও নৈতিকতার মান উন্নত রাখব আর তাদের সেবা করে যাব।

যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা না হয়ে থাকে, যদি তাকওয়ায় উন্নতি লাভের চেষ্টা না হয়ে থাকে, যদি উন্নত আচরণ ও নৈতিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা না থাকে, যদি বান্দার অধিকার প্রদান না করা হয়ে থাকে,তবে জলসায় আগমণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না এমন জলসায় অংশগ্রহণের কোন অর্থ হয় না।

যদি খোদা তা'লার সাথে আপনাদের সম্পর্ক সৃষ্টি না হয়, যদি আপনাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহলে এমন অংশগ্রহণকারীদের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কেবল তাদেরকেই এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন যাদের মধ্যে প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা সৃষ্টি হয় আর নিজেদের অবস্থার সংশোধনের মাধ্যমে পুণ্যের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করে।

আজ এই অঙ্গীকার করুন যে, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সঙ্গে বয়আতের যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি, সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর শিক্ষার প্রভাবে এবং তাঁর মিশনকে পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে ঈমানকে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে নামিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

নিঃসন্দেহে নিজেদেরকে যতই আহমদী হিসেবে দাবি করুন, কিন্তু আরশের খোদা আমাদেরকে সেই তালিকাভুক্ত যদি না করেন তবে আমাদের আহমদী হওয়ার দাবি করা নিরর্থক

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেনযে, জলসায় সমবেত বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে পরিচিতি বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ পারস্পরিক ভালবাসা,সম্প্রীতি ও পরিচিতি বৃদ্ধি করবে।

নিজেকে কেবল প্রথাগতভাবে কালেমা পাঠাকরী ঘোষণা দেওয়ার নাম ইসলাম নয়, বরং প্রকৃত ইসলাম হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে তোমাদের আত্মার বিশেষভাবে বিনত হওয়া এবং তোমাদের জাগতিক বিষয়াদির ওপর আল্লাহ্ ও তাঁর বিধিনিষেধ সব দিক থেকে প্রাধান্য পাওয়া।

[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ **[অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক প্রভু! প্রতিটি জিনিসই আপনার সেবক; অতএব হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আপনি আমার হিফাযত করুন, আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার প্র তি দয়া করুন।– এগুলো পাঠ করার প্রতিও অনেক বেশি মনোযোগ দিন। এটি কেবল তিন দিনের জন্য নয়, বরং এটি একটি স্থায়ী তাহ্রীক। তাই প্রত্যেক আহমদীর নিয়মিতভাবে এ দোয়াগুলো পাঠ করা উচিত।**

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ২৩ আগস্ট** জুলাই, ২০২৪, **এর জুমুআর খুতবা (২৩ জহুর, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ আজ জার্মানীর সালানা জলসা শুরু হচ্ছে। এই সময়ে জার্মানীর জামা'ত আমাকে সেখানে জলসায় দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু মানুষের সাথে মানবীয় প্রয়োজনীয়তাও যুক্ত থাকে, স্বাস্থ্য ইত্যাদিও তার একটি অংশ। এই কারণে ডাক্তারের পরামর্শে শেষ সময়ে জার্মানী

সফর স্থগিত করতে হয়েছে আর এটিই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, এখান থেকেই এমটিএ-র মাধ্যমে জার্মানী জলসার অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নেওয়া হোক আর এখান থেকেই জার্মানী জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করা হোক। এটিও আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সামর্থ্যেই হবে।

আল্লাহ্তা'লা সেই সামর্থ্য দান করুন। আপনারা দোয়া করুন। এটিও আল্লাহ তা'লার অনু গ্রহ যে, এই যুগের আবিষ্কার সমূহের মাঝে তিনি এভাবে যোগাযোগের উপকরণ সরবরাহ করেছেন। অনেক লোক, যারা সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন, তার সু যোগ আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোনো সময় সৃষ্টি করে দেবেন। যাহোক এর মাধ্যমে কমপক্ষে জলসায় অংশগ্রহণের ষাট সত্তর ভাগ ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। সেখানকার দৃশ্য ইনশাআল্লাহ্ আসতে থাকবে, এখনও আমি লোকজনকে সেখানে বসে থাকতে দেখছি।

আল্লাহ্ তা'লা জলসা এবং সমস্ত ব্যবস্থাপনা সকল দিক থেকে বরকতমণ্ডিত করুন এবং লোকজনকে সমস্ত অনু ষ্ঠান থেকে পূর্ণরূপে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন।

এবার সেই ব্যবস্থাপনা থেকে সরে গিয়ে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে যাতে জার্মানী জামা'ত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। হলের ভেতর আর স্থায়ী স্থাপনায় জলসা হতো আর জলসার আয়োজকদেরও জলসাগাহের দিক থেকে খুব বেশিআয়োজন করতে হতো না। আর লোকজনও সাধারণত স্থায়ী সুযোগ সুবিধা পেয়ে যেত। কিন্তু এখন খোলা স্থানে জলসার আয়োজনের কারণে ব্যবস্থাপকদেরও কিছু সমস্যা হবে আর অংশগ্রহণকারীদেরও হবে। কিন্তু এসবসমস্যাকে সহ্য করা আর জলসার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা উভয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, অর্থাৎ ব্যবস্থাপকদেরও এবং অংশগ্রহণকারীদেরও। আর সমস্যার মুখে চিন্তিত হওয়া ও অভিযোগ করা উচিত নয়। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থাপনাও উন্নত হয়ে যাবে। যুক্তরাজ্যেও এভাবেই সমস্যা হতো আর এখনও হয়, কিন্তু এখন ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত হয়েছে। সুতরাং এই দিনগুলোতে মনে করুন যে, আমাদেরকে সকল সমস্যায় সানন্দে নিজেদের লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

যুক্তরাজ্যের জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার এক মাসও অতিবাহিত হয়নি। সেখানেও মানুষ যেখানে ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেছে, সেখানে কেউ কেউ বিভিন্ন ঘাটতিও চিহ্নিত করেছে। সু তরাং এসব ঘাটতি ও দু র্বলতা সাথেই থাকে। এগুলো দূর করার চেষ্টাও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। আর আগামীতেও আরও চেষ্টা করবে, ইনশাআল্লাহ্। যদি সমস্ত অংশগ্রহণকারী সাহায্য করে আর কর্মীরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করে যে, আমরা ব্যবস্থাপনাকে সকল দিক থেকে নিজেদের সামর্থ্য ও উপকরণের নিরিখে উত্তম করার চেষ্টা করব তাহলে বরকত সৃষ্টি হয়। আর এর জন্য আমি সমস্ত ডিউটি প্রদানকারী কর্মীদের বলবো, সবার আগে এটি আপনাদের দায়িত্ব যে, অথিতিদের সর্বোত্তম আতিথেয়তার জন্য যথাসাধ্য সেবার প্রেরণার সাথে কাজ করুন। সর্বদা উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করুন। সকল বিভাগের কর্মী যেন হাস্যবদনে অতিথিদের সাথে ব্যবহার করে। দোয়ারত অবস্থায় কাজ করুন। এই প্রেরণার সাথে কাজ করুন যে, আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে আগমনকারী অতিথিদের সেবা করতে হবে আর পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন আমাদেরকে নিজেদের চারিত্রিক মান উন্নত রাখতে হবে আর সেবা করে যেতে হবে। আর অতিথিরাও সেই লক্ষ্যকে দৃষ্টিপটে রাখুন যা জলসার মূল লক্ষ্য।আর আমি যেমনটি বলেছি, সকল কষ্ট সহ্য করে এই তিন দিনে উক্ত উদ্দেশ্যকে অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

জলসা সালানা ইউকেতে আমি জলসার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছিলাম সেটিই আমাদের মূল লক্ষ্য। আর সর্বত্র যেখানেই জলসা অনুষ্ঠিত হয় এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকেই প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। যদি এটি হয় তাহলে সকল প্রকার কষ্ট প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী খোদা তা'লার খাতিরে সহ্য করবে আর এভাবে খোদা তা'লার সন্তুষ্ট অর্জনকারী হবে। মহান আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। সর্বদা স্মরণ রাখুন! আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ্ তা'লার পুরষ্কাররাজির মধ্যে এটি একটি অনেক বড় একটি পুরষ্কার যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দান করেছেন যে, বছরে একবার আমরা একত্রিত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির সম্মিলিত চেষ্টার সুযোগ লাভ করি। এমন প্রোগ্রাম তৈরি করুন যা আমাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করে এবং তাকওয়ায় সমৃদ্ধ করে। এই সংকল্প এবং অভিপ্রায় নিয়ে দিন অতিবাহিত করুন যে, আমাদের উত্তম চরিত্র এবং একে অপরের অধিকার আদায়েরও উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। পরস্পরের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা এবং সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। মনোমালিন্য দূর করতে হবে। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপ থেকে নিজেদের রক্ষা হবে। আর এগুলোই সেসব বিষয় যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেছেন। আর এটিই সেই জিনিস যা খোদা তা'লা পছন্দ করেন। আর যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়েছেন। অতএব জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এই বিষয়গুলো দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা না করা হয়, যদি তাকওয়ায় সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা না করা হয়, যদি উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শনের চেষ্টা না করা হয়, যদি বান্দাদের অধিকার আদায় না করা হয়, তাহলে জলসায় আগমনের উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয় না এবং এর কোনো লাভও নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া কেবল তাদের পক্ষেই গৃহীত হবে যারা এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করবে। সেই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করবে যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার সূচনা করেছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি কখনোই বর্তমান যুগের পীরযাদাদের ন্যায় কেবলমাত্র বাহ্যিক চাকচিক্য প্রদর্শনের জন্য আমার অনুসারীদের একত্রিত করতে চাই না, বরং সেই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যার জন্য আমি উপায় সন্ধান করেছি তা হলো, মানবজাতির সংশোধন।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৩৯৫)

অর্থাৎ, সেই মৌলিক কারণ ও উদ্দেশ্য যার জন্য আমি এ জলসার আয়োজন করেছি এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে এ ব্যবস্থা করেছি, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে- তা যেন অর্জন করতে পারি।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়গুলোকে নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল আহমদীরও দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এটি বিশেষভাবে কেবল জলসার জন্য নয়। কিন্তু বিশেষত আপনারা যারা এখানে জলসায় একত্রিত হয়েছেন তাদের বিশেষভাবে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যদি এই বিষয়গুলো আপনারা পালন করেন তাহলে জলসার উদ্দেশ্য অর্জনকারী হবেন। আর তখনই জলসায় আগমন আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে, যখন উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিজেদের পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবেন। যদি খোদা তা'লার সাথে আপনাদের সম্পর্ক সৃষ্টি না হয়, যদি আপনাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহলে এমন অংশগ্রহণকারীদের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

এখানে নতুন ব্যবস্থাপনার অধীনে আপনারা যদি হাজার সংখ্যায়ও একত্রিত হোন অথবা যেখানেই জলসা হয় যদি মানুষ হাজার সংখ্যায়ও জমা হয় এবং সেই উদ্দেশ্যকে অর্জন না করে যা জলসার মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তাকওয়া সৃষ্টি করা, তাহলে জলসায় আগমন অর্থহীন। আর জলসার আয়োজন করেও কোনো লাভ নেই।

তিনি (আ.) বলেন, "এই অধমের (হাতে) বয়আত গ্রহণকারী সকল নিষ্ঠাবান জেনে রাখুক, বয়আত গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো, যেন জগতের প্রতি ভালোবাসা শীতল হয় এবং নিজের প্রিয় প্রভু এবং রসূলে মকবুল (সা.)-এর (প্রতি) ভালোবাসা হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করে। আর জগত বিমুখতার এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যাতে পরকালের যাত্রা অপছন্দনীয় মনে না হয়।"

(আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩৫১)

কাজেই, এটি কত বড়ো দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের প্রতি ন্যস্ত করেছেন, (আর) এটি কত বড়ো প্রত্যাশা, যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে করেছেন। অর্থাৎ, নিজের সকল ভালোবাসার ওপর আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দাও। পার্থি ব কোনো ভালোবাসা যেন এমন না হয় যা এই ভালোবাসার মোকাবিলা করতে পারে। অতএব, যদি আমাদের হৃদয়ে একথা বদ্ধমূল হয়ে যায় তবেই আমাদের ইহজগতও সফল হবে এবং ধর্মও সফল হবে। পরকালও সুনিশ্চিত হবে এবং ইহকালও সফল হবে।

অতএব, (জলসায়) যোগদানকারীদের সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত এবং এই তিনদিন এটি বারবার স্মরণ করতে থাকা উচিত। বারবার এটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকা উচিত। বারবার নিজের মন-মস্তিষ্কে জাগ্রত করতে থাকা উচিত। আপনারা যদি এমনটি করেন তাহলে জেনে রাখুন, আপনি জলসায় আসার উদ্দেশ্য অর্জন করেছেন। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজির অবমূল্যানকারী হবো। এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন। আর আমরা যদি তাঁকে মানার পর, তাঁর (হাতে) বয়আত করার পর সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা না করি যা আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের উদ্দেশ্য; তাহলে আমরা নিজেদের বয়আতের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করছি না।

অতএব, (জলসায়) যোগদানকারী প্রত্যেককে এসব বিষয় নিজের দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত। কাজেই, সর্ব দা স্মরণ রাখবেন, পার্থি ব অনুগ্রহরাজি যেন একজন আহমদীকে তাকওয়া থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণ না হয়। ইবাদতকে ভুলিয়ে দেওয়ার কারণ না হয়। উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ যেন আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়। এই ব্যবসা-বাণিজ্য, এসব জাগতিক কল্যাণ, যা খোদা তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন। এখানে আসার পর অনেক মানুষের অবস্থ া অনেক ভালো হয়ে গেছে। বরং পাকিস্তানে যে অবস্থা ছিল সে তুলনায় সবার অবস্থাই ভালো, অথবা পূর্বে আপনাদের যে অবস্থা ছিল; বর্তমানে এখানে দ্রব্যমূল্য এবং অর্থনৈতিক দুরাবস্থা সত্ত্বেও আপনাদের অবস্থা জাগতিক দিক থেকে অথবা অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তানে আপনাদের যে অবস্থা ছিল সে তুলনায় ভালো। অতএ ব, এ বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখুন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর রসূলের ভালোবাসাকে হৃদয়ে আরো বেশি বেশি সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। আর নিজেদের তাকওয়ার মানকে বৃদ্ধি করার আরও বেশি চেষ্টা করুন। আর এটিই সেই উদ্দেশ্য, যার জন্য জলসার আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন,

এটি তো তিনি একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, (এটি) একটি মাধ্যম, এটি একটি (মোক্ষম) সুযোগ, যাতে দ্রুত থেকে দ্রুততম সময়ে তাকওয়ায় উন্নতি ঘটে। তিনি (আ.) বলেন, তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তরবীয়তের উদ্দেশ্যে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন; নতুবা শুধু যারা জলসায় যোগদান করেন তারাই নিজেদের মান উন্নত করেছেন এমন নয়।

(বরং) প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করেছেন, তখনই তাঁর (হাতে) বয়আত করার উদ্দেশ্য সাধনকারী হবে যখন নিজের তাকওয়ার মানকে বৃদ্ধি করবে। আরআপনারা যখন জলসায় যোগদান করেছেন তখন নিশ্চয় এই সংকল্প নিয়ে যোগদান করেছেন এবং করা উচিতও বটে, যেন আপনারা পূর্বের চেয়ে অধিক নিজের তাকওয়ার মানকে বৃদ্ধি করবেন। অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা করা উচিত যেন সে এসব লক্ষ্য অর্জনকারী হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,"খোদা তা'লার এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার পেছনে এটিই উদ্দেশ্যই রেখেছেন যে, সেই প্রকৃত মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা যা এ যুগে পাওয়া যেতো না তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৭৭-২৭৮)

পুনরায় তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, "হে সেসব মানুষ! তোমরা যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত মনে করো, উর্ধ্ব লোকে তোমরা তখনই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে যখন তোমরা সত্যিকার অর্থেই তাকওয়ার পথে বিচরণ করবে।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৫)

তিনি (আ.) আরও বলেন, "খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব নিজেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করো এবং তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব নয় বরং ব্যবহারিকভাবে প্রদান করো যেন খোদা তা'লাও ব্যবহারিকভাবে তোমাদের প্রতি স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৮)

কাজেই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এসব নির্দেশকে সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিগোচর রাখুন। আর যেমনটি আমি বলেছি, জলসায় আগমনের এবং প্রকৃত আহমদী হওয়ার উদ্দেশ্য এটিই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এই অভিপ্রায় নিয়ে প্রত্যেক আহমদীর জলসায় অংশগ্রহণ করা উচিত, যা তিনি (আ.) বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো, নিজেদের মাঝে এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জন্য যে পরিবেশের সুযোগ করে দিয়েছেন তদ্বারা উপকৃত হোন এবং এ দিনগুলোতে সব ধরণের পার্থিব বিলাসিতা থেকে স্বয়ং নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টা করুন আর এই সংকল্প নিয়ে পবিত্র করার চেষ্টা করুন যে, ভবিষ্যৎ জীবনেও আপনি এসব পার্থিব বিলাসিতা থেকে স্বয়ং নিজেকে পবিত্র রাখবেন এবং সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর এ লক্ষ্যে নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের জামা'তে তাকেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন যার মাঝে প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজের অবস্থার সংশোধন করে নিজের পুণ্যের মান বৃদ্ধির চেষ্টা করে। আর এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো, স্বীয় জিহ্বাকে যিকরে এলাহী বা আল্লাহ্র স্মরণে সিক্ত রাখো, ইবাদতের মাধ্যমে নিজের দিন-রাত অতিবাহিত করো। জাগতিক কাজকর্ম, যা একজন মানুষকে মানবীয় চাহিদার কারণে করতে হয় এবং সমাজে বাস করতে হলে করতে হয়, সেগুলোকেখোদা তা'লার স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়ার কারণ হতে দিও না। সেগুলোকে কখনো খোদার বিপরীতে দাঁড় করিও না। প্রত্যেক কাজের মাধ্যমে যেন খোদার সন্তুষ্টির দ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লার কামেল বা নিষ্ঠাবান বান্দা সে-ই যার সম্পর্কে বলেছেন, لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ (অর্থাৎ) হৃদয় যখন খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করে নেয় তখন তিনি তার থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয় না। এ অবস্থাটি এভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, কারও সন্তান অসুস্থ হলে সে যেখানেই যাক না কেন, যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন তার হৃদয় ও মনোযোগ সেই সন্তানের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে। একইভাবে যেসব মানুষ খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে সে কোনো অবস্থায়ই খোদাকে ভুলে যায় না।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২০-২১)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ এবং তাঁর যিকর, প্রত্যেক আহমদীকে সর্বাবস্থায় দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত। সর্বদা এই চেষ্টা করা উচিত, আমি প্রতিটি কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করব এবং নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে সিক্ত রাখব এবং প্রত্যেক সেই কাজ থেকে বিরত থাকব, যা করতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরবারণ করেছেন। সর্বদা স্মরণ রাখবেন এবং এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন আর মনমস্তিষ্কে সদা এ বিষয়টি গেঁথে নিন যে, আমার সকল গতি ও স্থিতি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে রয়েছে। তাই আমার দ্বারা এমন কোনো কাজ যেন সংঘটিত না হয় যা খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মাঝে এমন অবস্থাই দেখতে চান এবং এটি অর্জন করার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। অতএব আজ এই অঙ্গীকার করুন যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি তা পূর্ণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করব আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী তাঁর মিশন পূর্ণ করতঃ সুরাইয়্যা থেকে ঈমান নামিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করব, নিজ ঈমানে দুর্বলতা সৃষ্টি করে জাগতিকতায় নিমজ্জিত হবো না আর সর্বদা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করব, যেন আমরা 'খায়র উম্মত (তথা সর্বোত্তম উম্মত)-এর মাঝে গণ্য হতে পারি। সেই উম্মতের মাঝে গণ্য হতে পারি, যে উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কল্যাণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি রেখেছেন আর নিজেদের প্রত্যেক কাজে তাঁর পবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করব। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, এখন এই ঈমান এবং এই শিক্ষা সর্বদা আমাদের হৃদয়ের, আমাদের আমলের অংশ হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আর আমরা সর্বদা আমাদের মুখে খোদা তা'লার আদেশ অনুযায়ী আল্লাহ্র স্মরণে রত রাখব, যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূয কুরুল্লাহা যিকরান কাসীরান"। অর্থাৎ হে মু'মিনরা! বেশি বেশি আল্লাহ্কে স্মরণ করো। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এই সুযোগ দিয়েছেন যে, উক্ত বিষয়টি পুণরায় স্মরণ করানো হোক আর এ দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের প্রতি যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয়, ইবাদাতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়, যেন তাকওয়ার মান বৃদ্ধি পায়। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী হতে পারি আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন যে, এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা কার্যত তোমাদের প্রতি নিজ দয়া ও কৃপা প্রকাশ করবেন।

অতএব তাকওয়ায় অগ্রসর হলে আল্লাহ্ তা'লার দয়া-মায়া প্রকাশিত হবে যার একটি মাধ্যম হলো আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করা আর এই অধিকার ইবাদাত এবং আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের মাধ্যমে অর্জিত হবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) জলসা সম্পর্কিত এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'এ জলসা যেহেতু আল্লাহ্ নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত- (জলসা সালানা ১৯৩১- এর উদ্বোধনী ভাষণ, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১২, পৃ:৩৮৯) আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য বলেছেন 'আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন' যার অনেক বড় মাধ্যম হলো ইবাদাত এবং যিকরে ইলাহী আর যিকরে ইলাহীর বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আরো অনেক উপকারের মাঝে এর অনেক বড় এবং মহান উপকার হলো, 'উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম' অর্থাৎ তোমরা যদি খোদা তা'লাকে স্মরণ করো তাহলে খোদা তা'লাও তোমাদের স্মরণ করবেন। অতএব সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যাকে তার মনিব, তার মালিক, তার সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকৃত মালিক তাকে স্মরণ করে, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে।

তাই এই দিনগুলোতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে প্রত্যেকের খুব মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, তাই সে জলসাগাহে বসে জলসা শ্রবণকারী পুরুষ হোক অথবা নারী অথবা বিভিন্ন জায়গায় সেবাদানে নিয়োজিত ডিউটি

প্রদানকারী পুরুষ অথবা নারী অথা লাজনা বা নাসেরাত অথবা অতফাল– সবারই এ বিষয়টি নিজেদের সম্মুখে রাখা উচিত। যদি আমরা ইবাদাত এবং যিকরে ইলাহীকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ততটা গুরুত্ব না দেই তাহলে না তো খোদা তা'লার সেই প্রতিনিধির সাথে সত্যিকার সম্পর্কস্থাপনকারী হতে পারবো আর না–ই খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারবো। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'উর্ধ্বলোকে তোমরা তখনই আমার জামা'তের মাঝে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে যখন সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার পথে বিচরণ করবে।'

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড–১৯, পৃ: ১৫)

এটি এমন এক বাক্য যা শুনে আমাদের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। আমরা একথা পড়ি, শুনি, জামা'তী প্রোগ্রামগুলোতে বহুবার এই বাক্য পুনরাবৃত্তি করা হয় কিন্তু আমরা এ বিষয়গুলোকে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখে থাকি আর পুনরাবৃত্তি করে এবং শুনে চলে যাই অথবা কিছু ক্ষণের জন্য মনোযোগ সৃষ্টি হয়, সাময়িক মনোযোগ সৃষ্টি হয়, এরপর ভুলে যাই। তাই প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদীর, প্রকৃত আহমদীর গভীর অভিনিবেশসহ এ বিষয়টি অতি গুরুত্বসহকারে হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রদত্ত প্রদত্ত প্রত্যেক শব্দ, প্রতিটি বাক্য আমাদেরকে আন্দোলিত করে। শত সহস্রবারও আমরা যদি এটি বলি আমরা আহমদী কিন্তু আরশের খোদা যদি সেই তালিকায় আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত না করেন তবে আমাদের আহমদী হওয়ার দাবিও বুলি সর্বস্ব হবে এবং আমাদের এই জলসাসমূহে আসার উদ্দেশ্যও অমূলক হবে। অতএব, এই দিনগুলোতে অনেক বেশী দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করুন। যিকরে ইলাহীর প্রতি গুরুত্ব দিন। স্বীয় অন্তরের অমানিশা দূরীভূত করুন, তমশা অপসারণ করুন।

এ প্রসঙ্গে আমি এখানে একটি তাহরীকও করতে চাচ্ছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)'র একটি স্বপ্ন ছিল যে, তাঁকে কোনো এক বুযুর্গ বলেন, যদি জামাতের সকল সদস্য, সকল বয়স্ক সদস্য দুইশ বার এই দরূদ শরীফ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ পাঠ করেন এবং তিনি আরো বলেন, যারা মধ্য বয়সী অর্থাৎ ১৫ থেকে ২৫ বছর পর্য ন্ত সদস্যরাও নিদেন পক্ষে একশ বার পাঠ করেন, শিশুরা অন্তত পক্ষে তেতত্রিশ বার এবং ছোট বয়সী শিশুদেরকে তাদের পিতা–মাতা তিন–চার বার এটি পাঠ করান আর সেই সাথে একশবার ইস্তেগফার করেন। অনুরূপভাবে আমি এটিও অন্তর্ভুক্ত করছি যে, একশবার رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ পুনরাবৃত্তি করেন। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে আর সাধারণভাবে সব সময়ের জন্য (পাঠ করেন), তাঁকে স্বপ্নে এটিই দেখানো হয়েছিল ে য, যদি এটি করো তবে তুমি এক সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রিত হবে, যেখানে শয়তান কখনো প্রবেশ করতে পারবে না। এই দুর্গের দেয়াল লৌহ দ্বারা নির্মিত আর এই দেওয়াল উর্ধ্বলোক পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই এমন কোনো ছিদ্র থাকবে না যা দিয়ে শয়তান আক্রমণ করতে পারবে। (মজলিসে মুশাভিরাত–এর রিপোর্ট,১৯৬৮ সাল)

এই দিনগুলোতে শয়তান যখন সর্ব প্রকার কৌশল অবলম্বন করে আমাদের ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, জামাতবদ্ধ ভাবেও, সর্বজনীন ভাবে আর সাধারণভাবে পৃথিবীতেও, তার থেকে সুরক্ষিত থাকার একটিই উপায় রয়েছে (তা হলো), দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিন। কেবলমাত্র জলসার দিনগুলোতে নয় বরং সর্বদা এই দরূদ শরীফ এবং যিকরে ইলাহী বারবার পাঠ করা নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। সকল শিশু, প্রাপ্ত বয়স্ক, নারী, পুরুষ সবাইকে এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, এখানে অনেক জ্ঞানগর্ভ, তরবিয়তী এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্যও বক্তৃতা করা হবে। এগুলোও শুনুন। এই বক্তৃতাগুলো শুনে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে অঙ্গীকার করুন এবং সাহায্য যাচনা করুন যে,

'হে খোদা! আমরা পুণ্য সংকল্প নিয়ে তোমার মসীহ্র আহ্বানে সাড়া দিয়ে হৃদয়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু এই সংশোধন আমরা বাহু বলে করতে পারব না। তোমার সাহায্য–সমর্থন একান্ত আবশ্যক। 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' দোয়া শোনা সত্ত্বেও তুমি যদি আমাদেরকে সাহায্য না কর তবে আমরা তোমার ইবাদতের পূর্ণ মানদণ্ডে উত্তির্ণ হতে পারব না। অতএব, এই দোয়া করুন, হে আমার খোদা! হে আমার প্রিয় খোদা! তোমাকে তোমারই দোহাই দিচ্ছি যে, আমাদেরকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করো। যে পুণ্য উদ্দেশ্যের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তা থেকে আমাদের অগণিত অংশ দাও। তোমার দয়া আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করো। কেননা তোমার কৃপা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারব না। আমাদের হৃদয়কে এতো পুত –পবিত্র করে দাও যেন যা কিছু আমরা শুনব তা থেকে কেবল জ্ঞানগত ও ভাষার মাধুর্যতা উপভোগ করব না বরং সেই তরবিয়্যতী ও আধ্যাত্মিক মানদণ্ডকে বৃদ্ধি সাধন করব, যা তোমার নৈকট্য লাভের কারণ হবে এবং সেগুলো নিজ জীবনের অংশে পরিণত করব। সেগুলোর ওপর আমলকারী হব। নিজেদের প্রজন্মকেও এই বিষয়গুলোতে অভ্যস্ত করে তুলব। অতএব আমরা যখন পুণ্য সংকল্প নিয়ে জলসার প্রোগ্রামসমূহ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করব, দোয়া করে সব কথা নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করব তবেই আমরা আমাদের জীবনে বিপ্লব সাধন করতে পারব। সেই বিপ্লব সাধনে অংশীদার হতে পারব যে বিপ্লব সাধনের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অবির্ভূত হয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে আমরা পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়নকারী হব। তা নাহলে বর্তমানে পৃথিবী যেভাবে ক্রীড়া–কৌতুকে নিমজ্জিত হয়ে আছে (এভাবে) এটি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যেভাবে আমি বলেছি, চতুর্দিক থেকে শয়তান আক্রমণ করছে। এ থেকে আমরা রক্ষা পাবো না। আমরাও যদি এতে নিপতিত হই তবে তাকে রক্ষাকারী, গোটা বিশ্বকে বাঁচানোর আর কেউ থাকবে না এবং আমরাও জগতের সাথে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতএব এটি অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ অবস্থা। একজন আহমদীর সর্বদা মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং এ বিষয়ের প্রতি সবসময় লক্ষ রাখা উচিত যে, আমাকে এ লক্ষ্য অর্জন করতে হবে অর্থাৎ যা আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও যা আমার বয়আতের উদ্দেশ্য– যার জন্য আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর হাতে বয়আত করেছি। আর এ অঙ্গীকার করেছি যে, আমি সেটি অর্জনের সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা প্রচেষ্টা করব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যাবলির মাঝে একটি উদ্দেশ্য এটি বর্ণনা করেছেন যে, অংশগ্রহণকারীরা পরস্পর পরিচিতি বৃদ্ধি করুন অর্থাৎ পারস্পরিক ভালোবাসা, প্রীতি ও পরিচিতি বৃদ্ধি করুন।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৩৯৪)

আর এ অধিকার আদায় করে এ লক্ষ্য অর্জনকারীতে পরিণত হই তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে সেই জামা'তের সদস্য পরিগণিত হবো যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) চান। অতএব এ দিনগুলোতে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে, ভালোবাসা প্রোথিত করতে, পরস্পরের মাঝে শান্তি ছড়ানোর কাজে অনেক বেশি চেষ্টাপ্র চেষ্টা করুন। আর পূর্বের সম্পর্ক কে আরো বেশি গভীর করার চেষ্টা করুন। কোনো কারণে যদি মনোমালিন্য হয়ে থাকে তবে তা দূর করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কেবল বৃথালাপ থেকেই বিরত হবেন না বরং প্রীতি ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। কেবল ঝগড়াবিবাদ পরিহার করার চেষ্টাই করবেন তা নয় বরং নিজের যে–সব পুরানো ঝগড়া রয়েছে সেক্ষেত্রেও একে অপরকে ক্ষমা করুন এবং মাফ চান। ব্যক্তি আমিত্বের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসুন। আমার কাছে অনেক অভিযোগ এসে থাকে। মানুষ সামান্য বিষয়েই একে অন্যের সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করে দেয়। জামা'তের জন্য দুর্নামের কারণও হয়ে থাকে। আমি কয়েকবার এ বিষয়ে বলেছি। গত জলসায় এবং যুক্তরাজ্যেও আমি একই কথা বলেছিলাম। এর প্রতি মনোযোগ দিন। এমন আচরণের কারণে কিছু মানুষকে তো জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে, জামা'তের স্বার্থে , জামা'তের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে শাস্তি দিতে হয়, যার ফলে আবার কষ্টও হয়ে থাকে। এমনটি নয় যে, আনন্দের সাথে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখুন! আমাদেরকে জামা'তের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর ব্যবস্থাপনা এবং যুগখলীফা যদি কাউকে শাস্তিও দেন তবে তা জামা'তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য দিয়ে থাকেন, কেননা জামা'তের পবিত্রতা সকল সম্পর্কের উর্ধ্বে এবং মহান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সাথে যদি প্রকৃত সম্পর্ক থাকে তবে নিজের আচরণের কারণে লজ্জিত হয়ে পরস্পরের মাঝে সৃষ্ট হওয়া ফাটল ও দূরত্বকে কেবল ভালোবাসা দিয়ে জোড়া লাগাবেন না বরং ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। মহানবী (সা.)–এর এই নির্দেশ মান্যকারী হোন, 'একজন মুসলমানের জিহ্বা ও হাত দ্বারা যেন অপর মুসলমান কোনো কষ্ট না পায়'। (সহীহ আল বুখারী,কিতাবুল ঈমান, হাদীস–১০)

অতঃপর এ দিনগুলোতে যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার সন্তু ষ্টি লাভের জন্য একত্রিত হয়েছেন, তাই তাঁর দরবারে মাথা নত করে তাঁর সমীপে দোয়া–প্রার্থনা করুন। পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে যিকরে এলাহীতে রত থাকুন। পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পথে চললে এটি হতেই পারে না যে, কোনো অবস্থাতেই জামা'তী ব্যবস্থাপনার আনুগত্যের বাইরে থাকবেন।

একদিকে এই প্রচেষ্টা যেন আমরা আকাশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর জামা'তের অন্ত র্ভুক্ত পরিগণিত হই; আবার অন্যদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের প্রতিষ্ঠিত জামা'তী ব্যবস্থাপনার আনুগত্যের বাইরে যাব– এটি কীভাবে সম্ভব? এটি দ্বিচারিতা। পুণ্য নিয়তে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত ব্যক্তিরা কখনো দ্বিচারিতা প্রদর্শন করতে পারে না।অতএব এ দিনগুলোতে হৃদয়ের ময়লাসমূহকেও দোয়া এবং সংশোধনের মাধ্যমে পরিষ্কার

করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'লা যে সুযোগ দিয়েছেন তার মূল্যায়ন করুন। এটিকে জাগতিক কোনো মেলা মনে না করে যদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে জলসায় অংশগ্রহণ করে থাকেন তাহলে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'এই জলসা কোনো মেলা নয়'– নিঃসন্দেহে হৃদয়ের ময়লাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কখনো কখনো দৈনন্দিন জীবনে এবং জলসার পরবর্তী দিনগুলোতেও একজন সাধারণ আহমদীর সাথে কর্মকর্তাদের রাগারাগি ও ঝগড়া বেঁধে যায়। এমতাবস্থায় যদি এটি মাথায় থাকে যে, এ জলসার উদ্দেশ্য কী, তাহলে প্রত্যেক আহমদী তাদের পুরানো ঝগড়াবিবাদও মীমাংসা করার চেষ্টা করবে। যদি এখানে কোনো তিক্ততার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তাও দূর করার চেষ্টা করা উচিত। কর্মকর্তারা এবং জলসায় ডিউটি প্রদানকারীরাও এ বিষয়টির প্র তি দৃষ্টি দিন যে, আমরা সর্বাবস্থায় উত্তম গুণাবলি প্রদর্শন করব এবং আল্লাহ তা'লার খাতিরে আমাদেরকে নিজেদের আত্ম-অহংকার এবং ক্রোধ দূর করার চেষ্টা করতে হবে আর ভাই ভাই হিসেবে থাকার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা পূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে। উত্তম গুণাবলির মান সবচেয়ে বেশি ডিউটি প্রদানকারীদের প্রদর্শন করা উচিত কেননা কর্মী এবং কর্মকর্তা হিসেবে তাদের বেশি দায়িত্ব। একারণে তাদের সহ্য ক্ষমতাও বেশি থাকা উচিত। যদি কোনো বাড়াবাড়ি হয়েও যায় তারপরও সহ্য করা উচিত এবং কখনোই আক্রমণাত্মকভাবে কঠোরতার সাথে উত্তর দেওয়া উচিত নয়। আপনারা যখন এমনটি করবেন তখন আপনাদের এই উত্তম চরিত্র অন্যদের জন্যও অনুকরণীয় হবে। অতএব কর্মকর্তা যদি নিজেদেরকে কর্মকর্তা মনে না করে সেবক মনে করে এবং প্রত্যেক কর্মী নিজেদের সেবক মনে করে আর জামা'তের সদস্যরা যদি কর্মকর্তাদেরকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত কর্মী মনে করে তাহলে এই সম্পর্ক সর্বদা ভালোবাসাপূর্ণ থাকবে। (ফলশ্রুতিতে) তারা যুগখলীফার অনুগত হয়ে পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রকৃত বাণীবাহক হবে। পৃথিবীতে এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী হবে। যে পথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) চলার নির্দেশ দিয়েছেন সে পথেই চলবে। সেই মান অর্জনকারী হবে যে মান অর্জনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, হে সৌভাগ্যবানরা! তোমরা দৃঢ়তার সাথে এই শিক্ষার অধীনে প্রবেশ করেছ, যা তোমাদের মুক্তির জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সৌভাগ্যের একটি ধাপ তো তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের মাঝে সৌভাগ্য ছিল যে কারণে তোমরা আমাকে লাভ করেছ, আমার বয়আত করেছ কিন্তু এখন এই শিক্ষাকে নিজের জীবনের অংশে পরিণত করলে পরেই এ সৌভাগ্যের সৌন্দর্য বিকশিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা আল্লাহ তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় এবং শরীকহীন মনে করো। তাঁর সাথে কোনোকিছু অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, আকাশেও না, পৃথিবীতেও না। পুনরায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা উপকরণ ব্যবহার করতে তোমাদের নিষেধ করেন না। নিঃসন্দেহে জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করো কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করে সে মুশরিক। আদি থেকেই খোদা তা'লা এটি বলে আসছেন, স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া ব্যতীত পরিত্রাণ অসম্ভব। অতএব তোমরা পবিত্রচেতা হয়ে যাও এবং হিংসাবিদ্বেষ ও ক্রোধ পরিহার করো। মানুষের নাফসে আম্মারায় (তথা অবাধ্য আত্মার মাঝে) অনেক ধরণের অপবিত্রতা থাকে কিন্তু সবচেয়ে বড়ো অপবিত্রতা হলো অহংকার। অহংকার যদি না থাকত তাহলে কোনো ব্যক্তি কাফির হতো না। অতএব তোমরা হৃদয় থেকে অসহায় হয়ে যাও, সর্বতোভাবে মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করো যেখানে কি-না তোমরা তাদেরকে বেহেশত দেওয়ার ভাষ্য দিয়ে থাকো।' অর্থাৎ আমরা বলে থাকি, ইসলামই হলো নাজাত তথা মুক্তিদাতা ধর্ম এবং এর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। মানুষের মাঝে আমরা জান্নাত সম্পর্কে ওয়াজ তথা উপদেশমূলক বক্তৃতা করে থাকি। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করো, কেননা তোমরা তাদের কাছে জান্নাত পাইয়ে দেওয়ার ওয়াজ করে থাক। সুতরাং এই ক্ষণিকের পৃথিবীতে তুমি যদি তাদের অকল্যাণ কামনা কর তবে তোমার এই উপদেশ দেওয়া কীভাবে সঠিক হতে পারে? আল্লাহ্ প্রদত্ত আবশ্যিক দায়িত্বাবলী পালন কর, কেননা তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। নামাযে অনেক দোয়া করো যেন খোদা তোমাদের কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন আর তোমাদের অন্তরকে পবিত্র করেন, কেননা মানুষ দুর্বল। প্রতিটি মন্দ বিষয়ই ঐশী শক্তিতে দূরীভূত হয়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শক্তি না পেয়ে মানুষ কোনো মন্দ বিষয় দূর করতে সামর্থবান হয় না। নিজেকে কেবল প্রথাগতভাবে কালেমা পাঠাকরী ঘোষণা দেওয়ার নাম ইসলাম নয়, বরং প্রকৃত ইসলাম হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে তোমাদের আত্মার বিশেষভাবে বিনত হওয়া এবং তোমাদের জাগতিক বিষয়াদির ওপর আল্লাহ্ ও তাঁর বিধিনিষেধ সব দিক থেকে প্রাধান্য পাওয়া।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৬৩)

অর্থাৎ ধর্মকে তোমরা জাগতিক বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দেওয়া সত্তায় পরিণত হও। অতএব এগুলো হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই মানদণ্ড যা আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার এবং অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ প্রবৃত্তিগত হিংসাবিদ্বেষ এবং রাগ ও ক্রোধ থেকে পৃথক হতে হবে। এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ। তাই এই দিনগুলিতে এ উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করা উচিত। এ দিনগুলিতে যেহেতু একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ গড়ে ওঠে, তাই নিজের আত্মবিশ্লেষণের প্রতিও মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর আত্মবিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হওয়া উচিতও। এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, অর্থাৎ তিনি (আ.) বলেছেন, অহংকার থেকে আত্মরক্ষা করো, কেননা অহংকারই (এমন একটি পাপ যা মানুষকে) অবাধ্য বানায়, অহংকারই নবীদেরকে প্রত্যাখ্যিত করিয়েছে আর অহংকারই সেই জিনিস যা জামা'তেরব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। এছাড়া অহংকারই একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত করে এবং এ অহংকারই নিজের মিথ্যা আমিত্বের আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করে। তাই অহংকার হতে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করো।এরপর আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি সৃষ্টি করতে বলেছেন। মানুষের প্রতি যখন প্রকৃত সহানুভূতি সৃষ্টি হবে তখনই তোমাদের কথার প্রভাব পড়বে এবং তোমাদের তবলীগ কার্যকর প্রমানিত হবে। এখানে সব সময় মানুষ জলসায় আসে আর তারা আমাদের জলসা দেখে এবং আমাদের পরিবেশ দেখে প্রভাবিত হয়। কেননা এ সময় তারা প্রত্যক্ষ করে, আহমদীরা বিনয়ের সাথে তাদের অতিথিদের সেবা করছে এবং প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসাপূর্ণ (পরিবেশে) অবস্থান করছে। এটি একটি নীরব তবলীগ হয়ে থাকে যার প্রতি আমি সর্বদা দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। এই তবলীগই আহমদীয়াতের বাণীর সত্যতাকে মানুষের হৃদয়ে প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা করে। বিভিন্ন দেশের মানুষ আপনাদের এ জলসায় এসেছে, তাই বরাবরের মতো আমার প্রত্যাশা হলো, এসব মানুষ যেন ইতিবাচক একটি প্রভাব নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। তবে শর্ত হলো আপনারা যদি নিজেদের ইতিবাচক প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেন। নিজেদের কথা ও কাজ এক করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও ইসলামের শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে বিনয় ও নম্রতার সাথে মহান আল্লাহর সমীপে বিনীত হয়ে সেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করুন যেগুলো জলসার (কল্যাণ) ও তাকওয়া লাভের উদ্দেশ্য এবং যেগুলোর মাধ্যমে পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য লাভ হয়। আর যখন এমনটি হবে তখন আমাদের দাওয়াতে ইলাল্লার কাজেও বরকত হবে।

আজকাল ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হয়, কিন্তু এখানকার পরিবেশে মানুষ যখন ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ লক্ষ্য করবে, আমাদের উন্নত নৈতিকতা দেখবে এবং মহান আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করবে তখন এমন অনেক লোকের মন থেকে এই সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে যে, মুসলমানরা ভ্রান্ত কাজ করে এবং ভুল শিক্ষা দেয়। অতএব এই দিনগুলোতে আপনারা নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এ পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রূপান্তর করুন। বরং নিজেদের জীবনে সর্বদা এর প্রয়োগ করুন যাতে পৃথিবীতে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয় যার ফলে মানুষ স্বীকৃতি দিয়ে বলে, এরাই এমন মানুষ যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাই পৃথিবীকে সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারে। অতএবকোনো ধরণের সাহিত্য ও যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই নীরব এই তবলীগ আপনারা করতে থাকুন। আমরা যদি নিজেদের জীবনে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার পূরণ করতে সমর্থ হব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করা তখনই আমাদের উপকার সাধন করবে যখন ধর্মকে আমরা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব এবং শুধু বুলিসর্বস্ব স্লোগানের ওপর নির্ভরশীল হব না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামা'তকে কতটা ব্যাথা ও ব্যাকুলতার সাথে উপদেশ দিয়েছেন এর একটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, আমি দোয়া করি এবং আমৃত্যু করে যাবো আর সেই দোয়াটি হলো, খোদা তা'লা আমার এ জামা'তের সদস্যদের হৃদয় পবিত্র করুন এবং নিজ অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করে তাদের হৃদয়কে নিজের দিকে ফিরিয়ে দিন আর তাদের অন্তরের সকল প্রকার দুষ্কৃতি ও ঘৃণা দূর করে দিন এবং পরস্পরের মাঝে প্রকৃত ভালোবাসা দান করুন। আমি বিশ্বাস করি (আমার) এই দোয়া একদিন অবশ্যই কবুল হবে আর খোদা আমার দোয়া বিফল করবেন না। তিনি (আ.) অত্যন্ত জোরালো সতর্ক বাণী দিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ আমি এ দোয়াও করি যে, আমার জামা'তের

মিথ্যাসাক্ষ্য দান ইত্যাদিকে পাপ বলে মনে করে না, বরং তুচ্ছ অবহেলা ও মনোযোগকে, যা খোদাকে ত্যাগ করে অন্যদের দিকে নিয়ে যায়, গুরুতর পাপ হিসেবে দেখে। এই কারণে নিজ চিরন্তর প্রেমাস্পদের নিকট সে বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আ যেহেতু এক মুহূর্তের জন্যও খোদা তা'লা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সে সহ্য করতে পারে না, এই কারণে মানবীয় চাহিদাবলীর সঙ্গে যুক্ত কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহেলাকে সে পর্বতসম মনে করে। এটাই সে রহস্য, যার কারণে খোদা তা'লার সঙ্গে পবিত্র ও পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকারীরা সর্বক্ষণ ইসতেগফারে রত থাকে। কেননা ভালবাসার দাবি হল,একজন প্রকৃত প্রেমী সব সময় এ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে যে, তার প্রেমাস্পদ পাছে তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়। তার হৃদয়ে এক বাসনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় যে, খোদা যেন সম্পূর্ণভাবে তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই কারণে খোদা তা'লা যদি একথাও বলেন যে, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তবু সে ধৈর্য রাখতে পারে না। কেননা, যেভাবে সুরাপানের সময় এক সুরাপায়ী একবার পান করার পর বার চায়। অনুরূপভাবে মানুষের মাঝে যখন ভালবাসার সাগর উদ্বেলিত হয়, তখন সেই ভালবাসার সহজাত দাবি হল, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি সমধিক হারে অর্জন করতে সে উন্মুখ হয়ে থাকে। তাই ভালবাসার আতিশয্যের কারণে ইসতেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যে আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়।..... ইসতেগফারের প্রকৃত অর্থ হল, মানবীয় দুর্বলতার কারণে যে সকল ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি মানুষের দ্বারা সংঘটিত পারে, সেই সম্ভাব্য দুর্বলতা দূর করার জন্য খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, যাতে খোদার অনুগ্রহে সেই দুর্বলতা প্রকাশ না পায়, সেই দুর্বলতা প্রকাশিত ও অগোচরে থেকে যায়। অতঃপর ইসতেগফারের অর্থ সাধারণ মানুষের জন্য বিস্তৃত করা হয়েছে আর ইসতেগফারের মধ্যে সেই বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, যা কিছু ভুল-ত্রুটি মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়, খোদা তা'লা যেন তার মন্দ ও বিষময় প্রভাব থেকে ইহকাল ও পরকালে নিরাপদ রাখেন। অতএব নাজাতের প্রকৃত উৎস হল খোদা তা'লার প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসা যা অনুনয় বিনয় এবং চিরস্থায়ী ইসতেগফারের মাধ্যমে খোদার ভালবাসাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে।

(চাশমায়ে মসীহি, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৭৮-৩৮০)

আর ইসতেগফার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসও আমাদের পথপ্রদর্শন করেছে। যেমনটি বলা হয়েছে-

ইহা নবী এবং মোমেনগণের জন্য সমীচীন নহে যে, মোশরেকদের জন্য তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাদের উপর উহা প্রকাশ হওয়ার পরও যে তাহারা দোযখের অধিবাসী, যদিও তাহারা নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন। (তওবা: ১১৪)

মদিনার মুনাফিকদের দুর্বৃত্তি এবং তাদের পক্ষ থেকে আঁ হযরত (সা.) ও মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে তাদের জন্য কঠোর সতর্কতা দিয়ে রেখেছেন এবং তাদেরকে অবাধ্য আখ্যায়িত করে জাহান্নামী বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে যেহেতু তাদের জন্য ইসতেগফার করা বা না করার এক্তিয়ার দিয়েছিলেন (সূরা তওবা:৭৪-৮০)এই কারণে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের মৃত্যুর পর আঁ হযরত (সা.) সেই এক্তিয়ারের ভিত্তিতে তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন আর তার জন্য ইসতেগফার করেছিলেন। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (সা.)কে সেই সব মুনাফিকদের জানাযা এবং তাদের জন্য দোয়া না করার আদেশ প্রদান করেন। (সূরা তওবা:৮৪)

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তফসীর)

বস্তুত ইসলামের ক্ষমাদানের শিক্ষার মধ্যে এক গভীর প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত আছে। পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের শিক্ষামালা সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। এই কারণে ইসলাম প্রতিটি শত্রুর হেদায়াতের জন্য দোয়া করার এবং তার তরবীয়তের জন্য চেষ্টা করার শিক্ষা দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে সংশোধনের আশা অবশিষ্ট থাকে। যেমন উহুদের যুদ্ধে মুসলমান সেনা সহ আঁ হযরত (সা.)ও আহত হন। সেই সময় এক সাহাবা হুযুর (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের শত্রুদের অভিশাপ দেওয়ার আবেদন করেন। আঁ হযরত (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'লা আমাকে কারো প্রতি অভিশাপদানকারী হিসেবে প্রেরণ করেন নি। বরং আমাকে খোদার বার্তাবাহক এবং আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এরপর হুযুর (সা.) দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্ আমার জাতিকে হেদায়াত দান কর। কেননা (আমার মর্যাদা এবং ইসলামের) তাৎপর্য সম্পর্কে তারা অজ্ঞ।

(শেইবুল ঈমান, হাদীস-১৪২৭)

অনুরূপভাবে আরও একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) দোয়া করছেন, 'হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা (ইসলাম ও আমার মর্যাদা সম্পর্কে) অজ্ঞতার কারণে ইসলামের বিরোধিতা করছে।

(সহীহ বুখারী, কিতাব, আহাদীসুল আম্বিয়া, হাদীস-৫৫৬৮)

অতএব, ইসলাম তার অনুসারীদের প্রতি তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়, জাতি, ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য নিজেদের মধ্যে দয়া ও অনুগ্রহের চেতনা তৈরী কর এবং তাদের হেদায়াত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করতে থাক আর জাগতিক বিষয়াদিতেও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। আর যে সকল মুশরিক,মুনাফিক ও খোদার শত্রুদের আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামী হওয়ার বিষয়ে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, তারা ছাড়া অন্য সকলদের জন্য ইসতেগফার কর।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু ফিকাহ্শাস্ত্রের মূলনীতি "মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের উক্তি শরিয়তের বিধানকে যাচাই করার দলিল" সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দিকনির্দেশনা কামনা করেন। এ প্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২০ জুলাই, ২০২০ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।

উত্তর: সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর তরবিয়তপ্রাপ্ত ছিলেন- এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন। তারা শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলি খুব ভাল ভাবে জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিকাহ্শাস্ত্রের মূলনীতির এই বিধানকে Hard and Fast বা ধরাবাঁধা নিয়ম হিসেবে মানা যেতে পারে না কেননা, সাহাবীদের বক্তব্যও হাদীসের মতোই মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের তিরোধাণের পরে সংকলন করা হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের কথা বা উক্তির মর্যাদা নিশ্চিতরূপে মহানবী (সা.)-এর হাদীসের পরে আসে। অথচ অনেক হাদীস সম্পর্কে ওলামা ও ফকীহ্গণ বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে দুর্বল ও মওযূ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল, যার মধ্য হতে তিনি ষোলো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মাত্র তিন হাজারের কাছাকাছি হাদীসকে নিজের সহীহ্ (বুখারীতে) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর ঐতিহাসিক ওয়াকদী কর্তৃক বর্ণিত অসংখ্য হাদীস এমন আছে যেগুলোকে আলেমরা বিশ্বাসযোগ্য আখ্যা দেন নি।

কাজেই, আসল কথা সেটিই যা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে আবির্ভূত হাকাম ও আদল (ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন। "এমন কোন্ মু'মিন আছে যে হাদীসের ওপর পবিত্র কুরআনকে বিচারক নিযুক্ত করবে না? আর যখন (পবিত্র কুরআন) স্বয়ং বলে যে, এটি আদেশপূর্ণ বাণী এবং প্রাঞ্জলবক্তব্য আর সত্য ও মিথ্যার মাঝে প্রভেদ নির্ণয় করার জন্য ফুরকান ও মানদণ্ড সেক্ষেত্রে খোদা তা'লার এরূপ নির্দেশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা এটি কোন্ ধরনের সততা? আর আমরা ঈমান এনে থাকলে আমাদের অবশ্যই এই বিশ্বাস থাকা উচিত, আমরা যেন প্রত্যেক হাদীস এবং প্রত্যেক কথাকে পবিত্র কুরআনের সামনে উপস্থাপন করি যাতে আমরা জানতে পারি যে, তা সত্যিকার অর্থেই সেই ওহীর প্রদীপ থেকে প্রদীপ্ত কি-না যেখান থেকে কুরআন উৎসারিত হয়েছে; না-কি এর বিপরীত।"

(আল্ হক মুবাহেসা লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২২)

অতএব, এই শিক্ষার আলোকে আমাদের মতবাদ হল, সাহাবীদের সেসব কথা বা উক্তি- যা পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত ও সহীহ হাদীস সম্মত (তা) শরিয়তের বিধি-বিধান নির্ণয়ের জন্য দলীল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন:একজন বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, অমুসলমানদের প্রতি দয়া করা এবং তাদের জন্য এস্তেগফার করা কি বৈধ? আর তাদের অনুকূলে (সত্য) অকাট্যরূপে প্রমাণিত হলে বা না হলে তাদের জন্য করুণা ও এস্তেগফার করলে কোন পার্থক্য দেখা দিবে কি-না?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২০ জুলাই, ২০২০ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: পবিত্র কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন বিস্ময়কর! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে নিজের জন্য 'রাব্বুল আলামীন' শব্দ ব্যবহার করে এ বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র বিশ্বে বিদ্যমান সৃষ্টিকুলের মধ্যে বর্ণ, জাতি, ধর্ম ও মতের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করেই প্রভু-প্রতিপালক সত্তা। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর কল্যাণময় সত্তার জন্য রাহমাতুল্লিল মু'মিনীন কিংবা রাহমাতুল্লিল মুসলিমীন বলার পরিবর্তে রাহমাতুল্লিল আলামীন তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ (সূরা আল্ আম্বিয়া: ১০৮) শব্দ ব্যবহার করে আমাদেরকে বলে

দিয়েছেন যে, এই রসূল সকল ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্তিমান রহমত বা আশীর্বাদস্বরূপ।

মহানবী (সা.) তাঁর অনুসারীদেরও একই শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন তিনি (সা.) বলেছেন, 'লা ইয়ারহামুল্লাহু মাল্‌লা ইয়ারহামুন নাস' (অর্থাৎ, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্‌ও তার প্রতি দয়া করবেন না-অনুবাদক) [সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তওহীদ]। এখানেও মহানবী (সা.) ইয়ারহামুল মু'মিনীন-এর পরিবর্তে ইয়ারহামুন্ নাস শব্দ ব্যবহার করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, একজন সত্যিকার মুসলমানের হৃদয় যখন সমগ্র মানবজাতির জন্য দয়ার প্রেরণায় উদ্বেলিত হয় তখনই সে আল্লাহ্ তা'লার করুণা লাভের পাত্র হবে।

কারও জন্য এস্তেগফার করার যতটুকু সম্পর্ক, এ বিষয়েও কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছে- এমন মুশরিক যার সম্পর্কে এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে খোদার শত্রু এবং নিশ্চিত নরকবাসী, তার জন্য এস্তেগফার করা উচিত নয়। তবে, কারও নারকীয় হওয়ার জ্ঞান হয়ত আল্লাহ্‌র আছে কিংবা তাঁর সেসব নবী ও মনোনীতদের কাছে রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কারও নরকবাসী হওয়ার সংবাদ দিয়ে থাকেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে তাঁর পিতা সম্পর্কে সংবাদ দেন যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন তিনি তার জন্য এস্তেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকেন। (সূরা আত্ তওবা: ১১৪)

মদীনার মুনাফিকদের দুষ্কৃতি এবং তাদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদেরকে দেওয়া বিভিন্ন দুঃখ-যাতনার কারণে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাদেরকে কঠিন সতর্কবার্তা দিয়েছেন এবং তাদেরকে অবাধ্য ঘোষণা করে নারকীয় আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে যেহেতু সেই সময় পর্যন্ত তাদের জন্য এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার কিংবা না করার অধিকার দিয়েছিলেন, তাই মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই অধিকারের ভিত্তিতে তার জানাযার নামায পড়ান এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করেন।

ইসলামের মার্জনার শিক্ষা নিজের মাঝে এমন এক গভীর প্রজ্ঞা রাখে, যা থেকে অতীতের ধর্মগুলো বঞ্চিত ছিল। তাই, ইসলাম স্বীয় প্রত্যেক শত্রুর জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সংশোধনের প্রত্যাশা থাকে, তার হেদায়েত তথা সুপথ লাভের জন্য দোয়া করার এবং তার তরবিয়তের জন্য চেষ্টা করার শিক্ষা প্রদান করে। যেমন, উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, এমনকি মহানবী (সা.)ও গুরুতর আহত হন তখন কেউ একজন মহানবী (সা.)-এর সমীপে ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করার অনুরোধ করলে তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন নি বরং তিনি আমাকে খোদার বাণী প্রদানকারী এবং আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

এরপর মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে হেদায়েত দাও কেননা তারা (আমার মর্যাদা এবং ইসলামের) সত্যতা সম্পর্কে অনবহিত' (শুয়াবুল ঈমান, লিলবায়হাকী)। একইভাবে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও কেননা তারা (ইসলাম ও আমার মর্যাদা সম্পর্কে) না জানার কারণে ইসলামের বিরোধিতা করছে।'

(আল্ মু'জিমুল কবীর লিত্‌তিবরানী)

কাজেই, ইসলাম ধর্ম স্বীয় অনুসারীদেরকে ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবজাতির প্রতি দয়ার প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকার তাকিদ প্রদান করেছে, শুধু সেসব মুশরিক এবং খোদার শত্রুদের ছাড়া, যাদের নরকবাসী হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, এছাড়া বাকি সবার জন্য যেন ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

আপনার প্রশ্নটি যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে হয়ে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে মুসলমান কিংবা অমুসলমানের প্রশ্ন নয় বরং সেই ব্যক্তির সৃষ্ট অবস্থা, ঘটনাবলি এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তবতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন:জনৈক বন্ধু জানতে চেয়েছেন, ০১ যিলহজ্জ থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত চুল এবং নখ না কাটার নির্দেশ কি শুধু হাজীদের জন্যই প্রযোজ্য নাকি প্রত্যেক কুরবানী প্রদানকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? এছাড়া কোন এলাকায় যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ যদি পরে জানা যায় তাহলে সেই অঞ্চলের লোকদের জন্য কী নির্দেশনা?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১১ আগস্ট, ২০২০ তারিখের পত্রে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন,

উত্তর: বিভিন্ন হাদীস থেকে এটিই জানা যায় যে, এই নির্দেশ প্রত্যেক কুরবানী প্রদানকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন হযরত উম্মে সালামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী দিতে চায় তার কুরবানী দেওয়া পর্যন্ত নিজের চুল ও নখ কাটা উচিত নয়'। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আযাহী)বাকী থাকলো, কোন এলাকায় যদি ২৯ যিলকদ যিলহজ্জের চাঁদ দেখা না যায় এবং দু'একদিন পর সেই অঞ্চলের লোকেরা (চাঁদ দেখার) সংবাদ পায় তাহলে সেই অঞ্চলের লোকেরা ঐ সময় থেকেই মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ পালনে বাধ্য হবেন যখন তারা চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পাবেন।

প্রশ্ন:জনৈক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, হযরত ইয়াহিয়া এবং হযরত যাকারিয়া আলাইহিমাস সালামকে কি হত্যা করা হয়েছিল? না-কি হত্যা বলতে এখানে তাদের বাণী'কে হত্যা করা বুঝায়? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১১ আগস্ট, ২০২০ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন, হযরত ইয়াহিয়া এবং হযরত যাকারিয়া আলাইহিমাস সালামকে হত্যার বিষয়ে যেভাবে বিভিন্ন ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ এবং পূর্ববর্তী আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, একইভাবে (আমাদের) জামা'তেও এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতের যুক্তি এবং বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যার আলোকে আহমদী খলীফাদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন। এ সম্পর্কে আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর মতের সাথে সহমত। আর আমি পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে এই মতবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ কোন সিলসিলার প্রথম ও শেষ নবী অথবা সেই নবী যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন, (কারও হাতে) নিহত হতে পারেন না। তাদের ছাড়া অন্যান্য নবীর জন্য নিহত হওয়ায় দোষের কিছু নেই। আর এতে নবীর মহিমায় কোন আঁচড় লাগে না। কেননা, নিহত হওয়া প্রকারান্তরে শাহাদতই হয়ে থাকে। তবে, অযথাই নিহত হওয়া নবীদের মহিমা পরিপন্থি।

কাজেই, একজন নবী যখন তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করেন তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করলে কিংবা কারও হাতে শহীদ হয়ে গেলে, এতে সমস্যার কিছু নেই। কেননা, সাফল্য লাভের পর মৃত্যুবরণে কেউ বিস্মিত হয় না এবং শত্রুও আনন্দিত হয় না।

কাজেই, হযরত ইয়াহিয়া এবং হযরত যাকারিয়া আলাইহিমাস সালামও যেহেতু কোন সিলসিলার প্রথম ও শেষ নবী ছিলেন না আর তাদের সম্পর্কে খোদা তা'লারও এমন কোন প্রতিশ্রুতির উল্লেখ নেই যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। একইভাবে আমাদের মতবাদ হল, যখন এসব নবী শাহাদত বরণ করেন তখন নিশ্চিত তারা তাদের সেসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন, যা আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি অর্পণ করেছিলেন।

প্রশ্ন: জনৈক মহিলা নিকাহ্ এবং তালাক সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে প্রেরণ করে সেগুলো সম্পর্কে দিকনির্দেশনা কামনা করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৭ আগস্ট, ২০২০ তারিখের পত্রে এসব প্রশ্নের বিশদ উত্তর প্রদান করতে গিয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন,

১. তালাক কিংবা খোলা'র জন্য উভয় পক্ষের একমত হওয়া কিংবা এর জন্য সাক্ষীদের উপস্থিতি আবশ্যক নয়। তবে, নিকাহ্‌র অনুষ্ঠানের জন্য উভয়টি অপরিহার্য। এর কারণ হল, নিকাহ্ মুলত উভয় পক্ষের মাঝে একটি চুক্তি। যে কারণে উভয় পক্ষ এবং কনের ওলীর সম্মতি এবং সাক্ষীদের উপস্থিতি আবশ্যক। এছাড়া এই চুক্তির ঘোষণা দেওয়ারও নির্দেশ রয়েছে।

ইসলাম নিকাহ্‌র চুক্তি বাতিল করার অধিকার উভয় পক্ষকে দিয়েছে, যাকে (ইসলামী) পরিভাষায় 'খোলা' অথবা 'তালাক' বলা হয়। (একজন) নারী যেভাবে নিজের নিকাহ্ নিজে নিজে করতে পারে না বরং নিজের ওলীর মধ্যস্থতায় করে, ঠিক একইভাবে খোলা নেওয়ার অধিকারও সে কাযা কিংবা সমকালীন শাসকের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারে যাতে খোলা নেওয়ার ক্ষেত্রে তার অধিকার সুরক্ষিত থাকে। অপরদিকে পুরুষ যেভাবে স্বেচ্ছায় নিজের বিয়ের অনুষ্ঠান করে, ঠিক সেভাবেই তালাকের প্রয়োগও সে নিজে নিজেই করতে পারে কেননা, তালাকের ক্ষেত্রে নারীর প্রাপ্য অধিকার পরিশোধ করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোলা এবং তালাকের দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"ইসলামী শরিয়ত শুধু পুরুষের হাতেই এই ক্ষমতা রাখে নি যে, যখনই কোন ত্রুটি দেখবে কিংবা অসংগতি পাবে তখন নারীকে তালাক দিয়ে দিবে। বরং নারীকেও এই অধিকার প্রদান করেছে, সে সমকালীন শাসকের সাহায্যে তালাক নিতে পারবে। আর কোন মহিলা যখন বিচারকের সাহায্যে তালাক গ্রহণ করেন ইসলামী পরিভাষায় এর নাম হল 'খোলা'। নারী যখন পুরুষকে অবিচারীদেখবে অথবা সে যদি তাকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে কিংবা অন্য কোনভাবে অসহ্য দুর্ব্যবহার করে বা অন্য কোন কারণে অসংগতি দেখা দেয় অথবা সে-ই পুরুষ (যদি) নপুংসক হয় কিংবা ধর্ম পরিবর্তন করে অথবা এরূপ অন্য কোন কারণ সৃষ্টি হয়, যে কারণে নারী তার (স্বামীর) বাড়িতে বসবাস করা অপছন্দ করে তাহলে এসব অবস্থায় নারী অথবা তার কোন ওলীর উচিত সমকালীন বিচারকের কাছে এই অভিযোগ করা এবং বিচারকের অবশ্য করণীয় হল, সত্যিকার অর্থেই যদি মহিলার অভিযোগ যথার্থ বলে বিবেচিত হয় তাহলে সেই পুরুষের কাছ থেকে স্বীয় আদেশে এই মহিলাকে পৃথক করে দেওয়া এবং বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো কিন্তু এমতাবস্থায় সেই পুরুষকেও অবশ্যই আদালতে ডাকা উচিত এবং কেন তার স্ত্রীকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না (তাও জানতে চাওয়া উচিত)।

এবার লক্ষ্য করো, এটি কত বড় ন্যায়সংগত বিষয়, যেভাবে ইসলাম এটি পছন্দ করে নি যে, কোন মহিলা তার ওলী ব্যতীত, যিনি তার পিতা কিংবা ভাই অথবা অন্য কোন আত্মীয় হবেন; (তাকে ছাড়া) স্বয়ং নিজে নিজে কারও সাথে নিকাহ্ করবে। ঠিক একইভাবে এটিও পছন্দ করে নি যে, মহিলা নিজে নিজেই পুরুষের মতো নিজের স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাবেন বরং বিচ্ছেদের পরিস্থিতিতে নিকাহ্র চেয়েও অধিক সাবধানতা অবলম্বন করেছে, অর্থাৎ সমকালীন বিচারকের মধ্যস্থতাকেও আবশ্যক আখ্যা দিয়েছে, যাতে মহিলা নির্বুদ্ধিতা বশে নিজেই নিজের কোন ক্ষতি না করে বসে।" (চশমায়ে মা'রেফত, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃ. ২৮৮-২৮৯)

যেহেতু কাযা'র মাধ্যমে খোলা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাই এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু তালাক যেহেতু এভাবে দেওয়া হয় না, তাই স্বামী-স্ত্রী যদি তালাকের সিদ্ধান্তে একমত হয় এবং তাদের মধ্যে কোন মতভেদ না থাকে তাহলে সাক্ষী ছাড়াও তালাক কার্যকর হয়। তালাক কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সাক্ষী থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। যেমন পবিত্র কুরআন তালাক এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে যেখানে সাক্ষীর উল্লেখ করেছে, সেখানে একে উপদেশ আখ্যা দিয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(সূরা আত্ তালাক: ৩)

অর্থাৎ, এরপর যখন মহিলারা তাদের ইদ্দতের মেয়াদকাল পূর্ণ করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখন (হয়) তাদেরকে নিয়মানুযায়ী রেখে দাও অথবা যথাযথভাবে তাদের বিদায় করে দাও। আর নিজেদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ (ব্যক্তিকে) সাক্ষী রাখো এবং আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্য সত্য সাক্ষ্য দাও। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে তাকে এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ্ তার জন্য (নিষ্কৃতির) কোন না কোন পথ বের করে দিবেন। ফুকাহা তথা শরিয়ত বিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষী বহির্ভূতভাবে তালাক দিয়ে দেয় অথবা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে তাহলে এতে তার তালাক কিংবা প্রত্যাবর্তনের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না।

২. রাগের মাথায় তালাক প্রদানের যতটুকু সম্পর্ক এক্ষেত্রে (মনে রাখতে হবে) কেউ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন সে তার স্ত্রীর কোন অসহ্য এবং অন্যায় কাজে অসন্তুষ্ট হয়েই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কোন মানুষ তাকে তালাক দেয় না। কাজেই, এমন রাগের বশে প্রদত্ত তালাকও কার্যকর হবে। তবে, কোন মানুষ যদি এমনভাবে উত্তেজিত থাকে যে, তার ভেতর উন্মাদনার অবস্থা বিরাজ করে এবং সে পরিণামের কথা চিন্তা না করেই তাড়াহুড়ো করে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং এরপর সেই উন্মাদনার অবস্থা কেটে যাওয়ার পর অনুতপ্ত হয় এবং সে নিজের ভুল বুঝতে পারে তাহলে এমন পরিস্থিতির জন্য পবিত্র কুরআন বলেছে,

'লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল-লাগভী ফী আইমানিকুম ওয়ালাকিন ইউআখিযুকুম বিমা কাসাবাত কুলূবুকুম, ওয়াল্লাহু গাফূরুন হালীম' অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের বৃথা শপথের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তর (পরিকল্পিতভাবে যে পাপ) করে, সে জন্য তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন। সত্য কথা হল, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল (এবং) পরম সহিষ্ণু। (সূরা আল্ বাকারা: ২২৬)

৩. নির্ধারিত শর্ত পূর্ণ হয়ে গেলে শর্তসাপেক্ষ তালাকও কার্যকর হয়। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর শিষ্য এবং তার মুক্ত ক্রীতদাস নাফে' (রা.) বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, সে যদি বাইরে চলে যায় তাহলে সে তালাক পাবে। এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) ফতোয়া দেন, যদি তার স্ত্রী বাইরে যায় তাহলে তার তালাক হয়ে যাবে কিন্তু যদি সে বাইরে না যায় তাহলে তার কিছুই হবে না।'

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তালাক)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'যদি শর্ত আরোপ করা হয় যে, অমুক বিষয় ঘটলে তালাক হবে আর (বাস্তবে) সে বিষয়টি যদি ঘটে যায় তাহলে প্রকৃতপক্ষেই তালাক কার্যকর হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি বলে, অমুক ফল খেলে তালাক হয়ে যাবে আর এরপর সেই ফল খেলে তালাক হয়ে যায়।'

(আল-বদর, নাম্বার: ২১, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২ জুন, ১৯০৩, পৃ. ১৬২)

৪. তালাকের ক্ষেত্রে পছন্দনীয় বিষয় হল, স্বামী (স্ত্রীকে) এমন পবিত্রতার সময় তালাক দিবে যখন সে (তার সাথে) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নি। কিন্তু সে যদি এমনটি না করে এবং গর্ভাবস্থায়, ঋতুস্রাব কিংবা নেফাসের সময় (প্রসূতিকালীন নির্ধারিত অসুস্থতার) দিনগুলোতে তালাক দেয় তাহলে এমন তালাকও কার্যকর হবে। কেননা, শুধু যদি এমন পবিত্রতার সময় প্রদত্ত তালাকই কার্যকর হয় যখন স্বামী (স্ত্রীর সাথে) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে থাকেন তাহলে পবিত্র কুরআনে গর্ভবতী মহিলার তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের বর্ণনা নিরর্থক সাব্যস্ত হয়। কাজেই, পবিত্র কুরআনে গর্ভবতী মহিলাদের তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের বর্ণনা- এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, গর্ভাবস্থায় প্রদত্ত তালাকও কার্যকর বলে বিবেচিত হয়।

অনুরূপভাবে ঋতুমতী অবস্থায় প্রদত্ত তালাক সম্পর্কে হাদীসের গ্রন্থাবলিতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর এই বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে যে, 'তার পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তার ঋতুস্রাবের সময় প্রদত্ত তালাককে, এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।'

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত্ তালাক)

৫. এমন তালাক, যার পরে স্ত্রীর জন্য ইদ্দত পালনের বিধান প্রযোজ্য হয়, সেই ইদ্দত সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ হল, 'এ সময় স্বামী স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে না এবং স্ত্রীও নিজের বাড়ি ছেড়ে যাবে না। বরং ইদ্দতকাল সে স্বামীর বাড়িতেই কাটাবে। যেমনটি (কুরআনে) বলা হয়েছে, 'লা তুখরিজূহুন্না মিম বুয়ূতিহিন্না ওয়া লা-ইয়াখরুজনা'অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিও না এবং তারা (নিজেরাও) যেন বের না হয়।(সূরা আত্ তালাক: ০২) ইসলাম তালাকপ্রাপ্তাকে ইদ্দত পালনের সময় সাজগোজ করার কিংবা কাজকর্ম এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করে নি, যেরূপ বিধিনিষেধ বিধবার প্রতি তার ইদ্দত পালনের সময় আরোপ করেছে। বরং হাদীসে তালাকপ্রাপ্তার জন্য এর বিপরীত নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন, মহানবী (সা.) একজন মহিলাকে তার তালাকের ইদ্দত পালনের সময় শুধু বাইরে যাবার অনুমতিই দেন নি বরং এক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টিও ব্যক্ত করেছেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, অর্থাৎ, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হন এবং তিনি তার (বাগানের) খেজুর পাড়ার জন্য রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কেউ একজন তাকে বাইরে বের হওয়ার জন্য ভর্ৎসনা করেন। তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে হুযূর (সা.) বলেন, তুমি অবশ্যই তোমার (বাগানের) খেজুর পাড়ার জন্য বের হতে পারো। হয়ত এর মাধ্যমে তুমি সদকা দেওয়ার কিংবা পুণ্য করার সুযোগ পাবে।

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত্ তালাক)

৬. 'খোলা' বাইন তালাকের নির্দেশ বহন করে। অর্থাৎ, এর পর প্রত্যাবর্তনের বা স্বামীর কাছে ফিরে আসার জন্য পুনর্বিবাহ আবশ্যক। এছাড়া প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, ২০১২ (মার্চ, এপ্রিল)

জার্মানীর বিরোধি দলনেতা এবং অন্যান্য পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

বিরোধি দলনেতা হুযুর আনোয়ারকে সম্বোধন করে বলেন- আমি আপনাকে প্রাদেশিক এসেম্বলীতে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আর আপনার সঙ্গে পুনরায় আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। কয়েক বছর পূর্বে মানহাইম শহরে জার্মানীর সালানা জলসায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। সেই জলসার স্মৃতি এখনও সতেজ। আন্তঃধর্মীয় সমন্বয়ক হিসেবে আহমদীয়া জামাতের মান অনেক উঁচু। সম্প্রতি আমাদের এই প্রদেশে স্কুলগুলিতে ইসলামী শিক্ষাদানের বিষয়ে আলোচনা চলছে। এক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাত আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আমরা জানি যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক চেষ্টা করে থাকেন। এক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা পথপ্রদর্শনকারীর। এরজন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি।কেননা সম্প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা অনেক বেশি জরুরী। একথা আমি কেবল নিজের পক্ষ থেকে বলছি না,বরং আমার দলের যে সকল প্রতিনিধি আছেন,তাদের সকলের পক্ষ থেকেই বলছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ইসলামে একে অপরের জন্য সহনশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বলব, এগুলি কুরআনের শিক্ষা আর মুসলমানদের জন্য নতুন কোন শিক্ষা নয়। কুরআন করীমে এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট আদেশ হল, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন কর। তবে দীর্ঘকাল এই শিক্ষার উপর অনুশীলন হচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই যুগে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন, যাতে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেন এবং এর প্রসার করেন।

শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে যা কিছু আমি বিশ্ববাসী বলে থাকি, সেগুলো নতুন কোন শিক্ষা নয়। বস্তুত এগুলি সেই শিক্ষা যা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এসেছে আর যেগুলির উপর ইসলামের ভিত্তি টিকে আছে। সেই শিক্ষাগুলিকে আজ থেকে একশ দশ বছর পূর্বে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা নতুনভাবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ১৮৯১সালে বিট্রিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণ জুবিলির সময় রাণী ভিক্টোরিয়াকে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা একটি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষের এক হয়ে কাজ করা উচিত আর প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিদের একটি মঞ্চে একত্রিত করে নিজের নিজের ধর্মের সৌন্দর্য তুলে ধরা উচিত যাতে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। সৌভাগ্যক্রমে এবছর যখনই ব্রিটেনের রাণী এলিজাবেথের হীরক জয়ন্তী উদযাপিত হয়,তখন আমিও একই বার্তা পাঠিয়েছিলাম আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখা সেই পুস্তক 'তোহফায়ে কায়সারিয়া' পাঠিয়েছিলাম,সেই সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বিশেষ বার্তা যা এই যুগের প্রয়োজন আর এরজন্য আহমদীয়া জামাত সর্বত্র চেষ্টা করছে।কেবল ইংল্যান্ডেই নয়,জার্মানীতেও এবং পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষার প্রচার করা উচিত আর মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা উচিত যাতে শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য আপনারা দেখবেন যে, আহমদীয়া জামাতের প্রত্যেক সদস্য ভালবাসার ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। আর এটা সেই ইসলামী শিক্ষার জয়ধ্বনি যা আহমদীয়া জামাতের তৃতীয় খলীফা দিয়েছিলেন- 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। এই নারাধ্বনির মর্ম অনুধাবন করলে ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-বর্তমান যুগে পৃথিবী এক বিশ্বপল্লীতে পরিণত হয়েছে আর সর্বত্রই প্রত্যেক ধর্মের মানুষ বাস করে। এই কারণে এখন প্রয়োজন হল একে অপরের প্রতি সহনশীলতা সৃষ্টি করা আর এর জন্য আহমদীয়া জামাত সর্বত্র এই কাজের জন্য তৎপর রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-আমরা সর্বত্রই এবং জার্মানীতেও যখনই প্রয়োজন পড়বে, শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা সকলের সকলের চেয়ে এগিয়ে থাকব।

হুযুর আনোয়ার বলেন:আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে,আপনারা আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রিত করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।খোদা তা'লা আমাদের সকলকে তৌফিক দিন আমরা যেন সকলে সম্মিলিতভাবে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি।

বিরোধি দলনেতা বলেন: আমি দোয়া করি, আপনার কথার শক্তি প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রভাব ফেলুক। এই পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য যারা আপনার মত এই বার্তাকে সারা বিশ্বে প্রচার করে।

ভদ্রলোক বলেন এস.পি.ডি-র চান্সেলর এর ছবি আমাদের পিছনের দেওয়ালে টাঙানো আছে। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক দর্শন দিয়েছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টা ছাড়া ১৯৬০ এর দশকে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কল্পনাও করা যেত না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জার্মান চান্সেলরকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া এ বিষয়ের সাক্ষ্য যে, জার্মানী পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিরোধি দলনেতা বলেন: আমরা জানি যে, আহমদীয়াজামাত ক্ষুদ্র পরিসরেও, স্থানীয় স্তরেও এখানে বেসিন প্রদেশেও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুরো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই কারণেই আমরা অনেক আগ্রহ ও আনন্দের সাথে আপনাদের সাথে কাজ করে থাকি আর আমরা ভাল করেই জানি যে, আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে অনেক বেশি পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যে সব ধর্ম ও রাজনীতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে তাদের উচিত এই সময়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করা।

বিরোধি দলনেতা বলেন: একটা চীনি প্রবাদ আছে- মানুষ যখন কারো সঙ্গে প্রথম বার সাক্ষাত করে তখন অতিথি হিসেবে সাক্ষাত করে আর দ্বিতীয় বার বন্ধুর মত সাক্ষাত করে আর পরের বার অনেক ভাল বন্ধুর মত সাক্ষাত করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন:আমার মতে উইলি ব্রান্ডেট যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আর ইউরোপকে তিনি সংঘবদ্ধ করে উক্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এরই পরিণামে হয়তো আজ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সদিচ্ছা পূর্ণ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বন্ধুত্ব সম্পর্কে চীনি প্রবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আহমদীয়া জামাতের একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, একবার বন্ধুত্বের জন্য প্রসারিত হাত চিরদিনের বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পরবর্তী সাক্ষাত আমাদের বন্ধুত্বের ভিত নয়,বরং এই প্রথম আলাপ থেকেই বন্ধুত্ব শুরু হয়ে গেছে।

বিরোধি দলনেতা হুযুর আনোয়ারের নিকট আবেদন করেন যে, এই মুহূর্তে ইসলামি বিশ্বে যে পরিবর্তন ঘটছে, বিশেষ করে আরব দেশসমূহে, আপনি সেটাকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন সে বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শন করুন। কেননা বর্তমান সময়ে এই বিষয়টি নিয়েই অনেক আলোচনা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরব বিশ্বের যে বর্তমান পরিস্থিতি তা আজকের নয়। আরব বিশ্বের এই নেতৃত্বই ছিল যা আজ থেকে দশ বছর পূর্বেও ছিল, কুড়ি বছর পূর্বের নেতৃত্বও এই একই চিন্তাধারার অধিকারী ছিল। কিন্তু সেই সময় পরাশক্তিগুলি বা এককথায় পশ্চিমি শক্তিগুলি সেদিকে কোন মনোযোগ দেয় নি কিম্বা সেখানকার সাধারণ মানুষেরও কোন মনোযোগ সৃষ্টি হয় নি। এই নেতৃত্বই পূর্বেও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল, তারা জনসাধারণের প্রতি সাম্যপূর্ণ আচরণ করছিল না, কিন্তু পশ্চিমি শক্তিগুলি বা এই সব এজেন্সিগুলি যারা তাদেরকে সাহায্য দিত, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, কেননা এর সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। আসল বিষয় হল, যতদিন পরাশক্তিগুলি নেতৃত্বকে নিজেদের প্রভাবাধীন রেখেছে বা নেতৃত্ব তাদের কথা মেনে চলেছে, ততদিন সেখানে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু যখন সেই নেতৃত্ব তাদের আর কোন কাজে লাগল না, তখন তারা সেখানে জনগণের মাধ্যমে বিপ্লব আনার চেষ্টা করল। এখন মিশরে যে বিপ্লব এসেছে, এর ফলে বাস্তবে সেখানে শাসন ক্ষমতা এমন মানুষদের হাতে এসেছে যারা তথাকথিত চরমপন্থী এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদের সমর্থক। যার কারণে সেখানে ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে চলেছে, তা এই সব শক্তিগুলির জন্য বিপজ্জনক হবে।বরং তারা নিজেদের দেশের জন্যও বিপদ হয়ে দেখা দিবে আর এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন বিপ্লবের সূত্রপাত হচ্ছিল,আমি তখনও বলেছিলাম যে, বিষয়টি এখানেই থেমে থাকবে না, বরং পরে আর জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিবে। এখন দেখা যাচ্ছে এর প্রভাব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। লিবিয়ার স্বৈরাচারী শাসক ছিল, সে কিছুটা হলেও কাজ করতে থেকেছে। কিন্তু এখন সেখানে কোন সরকার নেই। বিভিন্ন এলাকায় গোষ্ঠী ভিত্তিক শাসনতন্ত্র শুরু হয়েছে বা বলতে পারেন সেখানে অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তাই পশ্চিমি বিশ্ব যদি চায় সেখানে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক তবে খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করুক। নিজেদের কোন মনোনীত ব্যক্তিকে এক দীর্ঘ সময়ের সমর্থন জোগানো এবং তাদের কথা না মানলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া এবং দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করে দেওয়ার কাজ যেন না করে। (ক্রমশ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 3 Oct, 2024 Issue No.40

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ...)

কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান ও অভিপ্রায়ে স্থায়ী দুর্ভাগা হয়ে থাকে যার অদৃষ্টেই সত্যিকার ধার্মিকতাও খোদাভীতি অর্জন করা নির্ধারিত নিই তাহলে হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমরা নিকট থেকেও তাকে দূর সরিয়েদাও যেভাবে সে তোমার কাছ থেকে দূরে সরে আছে আর তার স্থলে অন্য কাউকে এনে দাও যার হৃদয় কোমল এবং যার অন্তরে তোমাকে পাওয়ার প্রবল বাসনা আছে।" (শাহাদাতুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৩৯৮)

অতএব এটি আমাদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করার মতো একটি বিষয়। আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার অংশীদার হতে চাই তবে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে হবে। অন্যথায় তিনি (আ.) বলেছেন, এমনটি না হলে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কেননা আমি তো কেবল পুণ্যবান ও যোগ্য লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাই। অতএব এই দোয়া আমাদেরকে আশাবাদি এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার পাশাপাশি (হৃদয় মাঝে) এ ভীতিরও সঞ্চার করে যে, এসব পুণ্যকর্ম না করার দরুন আমরা যেন আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) থেকে দূরে সরে না যাই। আমরা যেন কেবল নামসর্বস্ব বয়আত না করি এবং বয়আত করার পরও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের পরিবর্তে যেন তাঁর অসন্তুষ্টিভাজন না হয়ে যাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ বিষয় থেকে রক্ষা করুন।

আমি আরো বলতে চাই, জলসার দিনগুলোতে প্রত্যেক কর্মী, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নিজের চারিপাশের পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন। বর্তমান পরিস্থিতে যে কোনো দুষ্কৃতকারী সুযোগ নিতে পারে, তাই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সর্তকতা অবলম্বন করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেককে সব ধরণের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আর এই জলসা সকল কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হোক এবং প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তার চাদরে অবৃত থাকুক।

পৃথিবীর (বর্তমান) পরিস্থিতি এবং নিজ নিজ দেশের জন্যেও অনেক দোয়া করুন। আমরা যখন নির্মল চিত্তে আল্লাহ তা'লার সকল নির্দেশ পালন করবো, সন্তুষ্টিভাজন হবো, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণ করবো আর মহানবী (সা.)-এর প্র তি সত্যিকার ভালোবাসা ও গভীর প্রেম প্রদর্শন করবো এবং মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও এর শিক্ষাকে প্রচারের যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন তা পূরণ করবো- আমাদের মাঝে যদি এ সকল অভিপ্রায় থাকে তখন অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়াও কবুল করবেন এবং জগদ্বাসীর জন্য আমরা হেদায়াতের কারণও হবো। জলসার বরকত থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন। বিশেষভাবে এই তিন দিন আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে সর্বদা আবৃত্ত রাখুন এবং নিজ কৃপাবারি বর্ষণ করতে থাকুন আর সেসব দোয়া করার সুযোগও দান করুন যেগুলো পাঠ করতে আমি আহ্বান জানিয়েছি। অর্থাৎ ২০০ বার দুরূদ শরীফ পড়তে হবে এবং ইস্তেগফার ১০০ বার পড়তে হবে আর رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ [অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক প্রভু! প্রতিটি জিনিসই আপনার সেবক; অতএব হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আপনি আমার হিফাযত করুন, আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার প্র তি দয়া করুন।- এগুলো পাঠ করার প্রতিও অনেক বেশি মনোযোগ দিন। এটি কেবল তিন দিনের জন্য নয়, বরং এটি একটি স্থায়ী তাহ্রীক। তাই প্রত্যেক আহমদীর নিয়মিতভাবে এ দোয়াগুলো পাঠ করা উচিত আর মায়েদেরও উচিত তাদের সন্তানদের এগুলো বারবার পড়াতে থাকা। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

জলসার ব্যবস্থাপানার পক্ষ থেকে আমাকে এটিও লিখে পাঠানো হয়েছিল যে, সেখানে কিছু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। তারা আমাকে ঘোষণা দেয়ার অনুরোধ করেছে যেন মানুষ প্রদশনীগুলো দেখে। এজন্য আমি এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আপনারা এসব প্রদর্শনী দেখুন এবং এগুলো থেকে কল্যাণমণ্ডিত হোন। এর ফলে আপনারাও যেন বুঝতে পারেন, আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন কৃপা আমাদের প্রতি কীভাবে বর্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এর সৌভাগ্য দান করুন। এ দিনগুলোতে আমি বিশেষ করে জার্মানদের একটি বড় সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি। মাশাআল্লাহ্॥ আপনারা দোয়া এবং যিকরে এলাহী করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,৩০ শে আগস্ট, ২০২৪)

****

যে সমস্ত মানুষ সত্য সম্পর্কে অনবহিত আর মুসলমানদের মধ্যেও কিছু নির্বোধ এই আপত্তি করে থাকে যে, ইসলাম এই কুরবানী কোন প্রজ্ঞা ছাড়াই নির্ধারণ করেছে। এই সকল অর্থের পরিবর্তে কেন কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করলে বেশি কল্যাণকর হয় আর তা দেশের উন্নতির কাজে সহায়ক হয়। কুরবানীর প্রজ্ঞা, দর্শন ও এর বিরুদ্ধে আপত্তির জবাব

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জ এর ৩৭ নং আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন-

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'লা সেই সব কুরবানীর গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা বয়তুল্লাহ্র হজ্জের সময় করা হয়ে থাকে। আর বলা হয়েছে যে, এই কুরবানীগুলি আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত আর তোমাদের জন্য এই কুরবানীসমূহে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অশেষ বরকত রাখা হয়েছে। যে সমস্ত মানুষ সত্য সম্পর্কে অনবহিত আর মুসলমানদের মধ্যেও কিছু নির্বোধ এই আপত্তি করে থাকে যে, ইসলাম এই কুরবানী কোন প্রজ্ঞা ছাড়াই নির্ধারণ করেছে। এই সকল অর্থের পরিবর্তে কেন কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করলে বেশি কল্যাণকর হয় আর তা দেশের উন্নতির কাজে সহায়ক হয়। ধরা যাক হজ্জের সময় চল্লিশ হাজার ছাগল জবেহ হয় আর প্রতি ছাগলের গড় মূল্য পঁচিশ টাকা ধরা হল। তবে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার ছাগল জবেহ করা হয়। এছাড়া উট ও অন্যান্য পশুও জবেহ হয়। সব মিলিয়ে আনুমাণিক দুই কোটি টাকা কুরবানীতে ব্যায় হয়। লোকে আপত্তি করে যে, এত বিপুল অর্থ কুরবানী পিছনে ব্যায় না করে এর পরিবর্তে যদি আরবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় আর পবিত্র মক্কায় কলেজ, স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।আমি সব সময় তাদেরকে এই উত্তর দিয়ে থাকি যে, অনেক সময় জাতির জন্য এমন সময়ও আসে যখন তার জন্য এমন কুরবানী করা আবশ্যক হয়ে পড়ে যা বাহ্যত নিরর্থক বলে প্রতীয়মান হয়। এমন কুরবানী প্রশিক্ষণের জন্য ইসলাম এই ধারা প্রবর্তন করেছে যাতে এমন সময়, যখন কিনা বাহ্যত কোন প্রজ্ঞা তারা দেখতে পাক বা না পাক, তারা যেন কুরবানী ধারা অব্যাহত রাখে। যেমন যদি কোন দেশে কোন মুসলমান একাকী থাকে আর সেখানকার সরকার ধর্মের বিরুদ্ধে অত্যাচারপূর্ণ আদেশ জারি করে, যার দ্বারা তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়, তবে এমতাবস্থায় ইসলামি শিক্ষানুসারে সে একথা বলবে না যে, যখন কুরবানীর কোন লাভ নেই, তবে কেন নিজেকে উৎসর্গ করব? বরং সে তৎক্ষণাৎ কুরবানীর জন্য নিজেকে উপস্থাপন করবে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেকে উৎসর্গ করবে, অন্যদের হৃদয়ে কুরবানীর চেতনা তৈরী হবে না। সে যদি ফাঁসিতে চড়লে তাকে অনুসরণ করে অন্যরাও ফাঁসি কাষ্ঠে চড়ার জন্য এগিয়ে আসবে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিতে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে যে, সেই জাতি ইসলামকে রক্ষা করতে উন্মাদের ন্যায় রুখে দাঁড়াবে এবং কুফরকে পরাস্ত হতে বাধ্য করবে।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কায় নিজেকে নবী বলে দাবি করলেন, তখন যে সকল সাহাবাগণ কুরবানী করেছেন তা বাহ্যত অত্যন্ত নিরর্থক বলে মনে হত কিন্তু পরবর্তীতে এই সকল কুরবানীর পরিণামেই মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল আর সমগ্র আরব ইসলামী পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। সাহাবাগণ যখন কুরবানী করছিলেন, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে, একদিন এই সকল কুরবানীর পরিণামেই রসুল করীম (সা.) আযীমুশ শান মর্যাদা লাভ করতে চলেছেন সেই সময় যে সকল মহিলাদের লজ্জাস্থানে বর্শা মেনে হত্যা করা হয়েছিল, যে সকল পুরুষকে উটের সঙ্গে বেঁধে চিরে ফেলা হয়েছিল, সেই সব নারী ও পুরুষদের কুরবানী দেখে প্রত্যেকেই মনে করত এরা অনর্থক নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। এমনই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন উসমান বিন মাজউন। আরবের এক প্রখ্যাত কবি লাবিদ একটি মজলিসে নিজের কবিতা শোনাচ্ছিল যার পঙক্তিগুলি নিম্নরূপ-

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ অর্থাৎ শোন খোদা ছাড়া সব কিছু নশ্বর। উসমান বিন মাজউন পঙক্তি শোনামাত্রই উচ্চস্বরে বলে উঠলেন-একদম সঠিক কথা। খোদা ছাড়া সত্যিই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। উসমান বিন মাজউন সেই সময় স্বল্প বয়সী বালক ছিলেন। (ক্রমশ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir